এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ অশান্তির চেষ্টা হলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না: শুভেন্দু

রাজ্যে বন্ধ চটকল খোলার উদ্যোগ নিলেন শ্রমমন্ত্রী, ১৫ জুন হবে বৈঠক ৩

কলকাতা ১৩ জুন ২০২৬ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.06.2026, Vol.19, Issue No. 360, 8 Pages, Price 3.00

তরুণের সপ্নে ডানা জোড়া

2.2 লক্ষ স্টার্ট আপ তরুণদের জন্যে কর্মসংস্থান ও উদ্ভাবনের সুযোগ তৈরি করছে
10,000 এর বেশি অটল টিঙ্কারিং ল্যাব 1.1 কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করছে
12 বছর বিশ্বাস, বিকাশ, জনকল্যাণের
Government of Bharat
CBC 63101/13/0003/2627

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

কাতার বনাম সুইজারল্যান্ড (রাত ১২.৩০)

ব্রাজিল বনাম মরক্কো (ভোর ৩.৩০)

গতকালের ফলাফল

মেক্সিকো - ২
দক্ষিণ আফ্রিকা - ০

দক্ষিণ কোরিয়া - ২
চেক রিপাবলিক - ১

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

তদন্তে বাণিজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সরকারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন (বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট বা বিজিবিএস) আয়োজনের খরচ নিয়ে তদন্তের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নিউটাউনের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে সম্মেলন আয়োজনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে ৬৩৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্প সম্মেলনের জন্য এত বিপুল অঙ্কের অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে সরকার তদন্ত শুরু করবে।

তাঁর দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারই ওই সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। শুভেন্দু অধিকারী জানান, তদন্তে অর্থ ব্যয়ের প্রক্রিয়া, সংশ্লিষ্ট সংস্থার ভূমিকা এবং আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা খতিয়ে দেখা হবে।

উসকানিমূলক মন্তব্য, দায়ের এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২ জুন রানি রাসমণি রোডের সভা থেকে নাম না-করে বাংলাদেশের ওসমান হাদি হত্যা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনই অভিযোগ উঠেছিল। এরপর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছিল এফআইআর। শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এক আইনজীবী। এবার এই উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে মমতার নামে গত ৭ জুন হেয়ার স্ট্রিট থানায় এই লিখিত অভিযোগটি দায়ের করেন তুষারকান্তি দাস নামের এক ব্যক্তি।

এফআইআরের কপি থেকে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত ৯ মার্চ, ২০২৬। ওই দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলের সামনে তৃণমূলের 'ধরনা মঞ্চ'-এ একটি সভা ছিল। আর এই মঞ্চ থেকেই বলেছিলেন, 'আমরা আছি বলে আপনারা সবাই ভালো আছেন। যদি আমরা না-থাকি তখন এক সেকেন্ড লাগবে! একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, তখন ঘিরে ফেললে ১ সেকেন্ডে দেবে একদম ১২টা বাজিয়ে দেবে। যদি নিজেদের ১৩টা বাজাতে না চান তাহলে বিজেপির অপপ্রচারে ভুল বুঝবেন না।' মুহূর্তেই তাঁর এই মন্তব্য ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিতর্কের ঝড় উঠেছিল রাজনীতির আঙিনায়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে থাকার পরেও একজন কীভাবে এই ধরনের উসকানিমূলক মন্তব্য করতে পারেন সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল নাগরিক মহলে। অভিযোগকারীর দাবি, সেই সভা থেকেই এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যা রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে।

এফআইআরের বয়ান অনুযায়ী, ওই দিন ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কিছু 'বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক' ভাষণ দিয়েছেন, যা সাধারণ মানুষকে অপরাধমূলক কাজে প্ররোচিত করতে পারে। এর ফলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারত এবং রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক জামিন অযোগ্য ও গুরুতর ধারায় এই মামলা রুজু করা হয়েছে। যার মধ্যে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩'-এর অধীনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মোট ৩টি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে, ১৯৬(১) ধারা অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করা বা সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা। ৩৫১(২) ধারা অর্থাৎ অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন বা উসকনি। এবং ৩৫২ ধারা অর্থাৎ শান্তিভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে অপমান বা প্ররোচনা দেওয়া।

এবার 'ডিজে'য় তলব সিআইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইনি চাপ বেড়েই চলেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। এবার ডিজে মন্তব্য মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে সিআইডি। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁর কালীঘাটের পটুয়াপাড়ার বাড়িতে পৌঁছন। যদিও সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না তৃণমূলের তথাকথিত এই সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড। তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সেই সময় নোটিস দিতে পারেননি রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকরা। পরে অভিষেক ফিরে এলে, তাঁর হাতে নোটিস ধরায় সিআইডি।

প্রসঙ্গত, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'ডিজে বাজানোর হুমকি' দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। বলেন, 'যাঁরা বাংলাকে বঞ্চিত করেছেন, আমাদের লাইনে দাঁড় করিয়েছেন, আমাদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। ৪ তারিখে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে হালকা করে একটু ডিজেও বাজবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো প্রতিবার বাজে। তার সঙ্গে হালকা করে ডিজেও বাজবে এবার। যারা বেশি লম্ফঝম্প করছেন। আমাদের সৌজন্যতা দুর্বলতা নয়।' অভিষেকের এই মন্তব্য নিয়ে ওঠে বিতর্কের ঝড়। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, এই মন্তব্যের মাধ্যমে আসলে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক হুমকি দিয়েছিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, এই মন্তব্যের মাধ্যমে নাকি গত একুশের নির্বাচনের ভোট পরবর্তী হিংসার স্মৃতিকে চাঙ্গা করে দিতে চেয়েছিলেন অভিষেক। নির্বাচন কমিশন বিষয়টি খতিয়ে দেখুক বলেই আর্জিও জানিয়েছিলেন তিনি। এরপর ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর বাগুইআটির বাসিন্দা রাজীব সরকার অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় সেই অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। বৃহস্পতিবার এই মামলার তদন্তভার নেয় সিআইডি।

টাটাদের ফেরাতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের অর্থনীতিকে নতুন গতিপথে ফেরাতে শিল্পায়নকেই প্রধান হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি সরকার। শিল্পপতিদের জন্য যেমন লাল গালিচা, তেমনই জমি নিয়ে বছরের পর বছর বসে থাকার প্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার শিল্প ও কর্মসংস্থান নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বাংলায় বিনিয়োগ করতে এলে সরকার সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে, কিন্তু শিল্পের নামে জমি নিয়ে ফেলে রাখার সংস্কৃতি আর বরদাস্ত করা হবে না। শুভেন্দুর কথায়, বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন কর্মসংস্থান। কাজের খোঁজে লক্ষ লক্ষ যুবককে এখনও ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে। সেই পরিস্থিতি বদলাতেই অর্থনৈতিকভাবে সফল রাজ্যগুলির মডেল অনুসরণ করে একটি 'ত্রিফলা' কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে নতুন সরকার। তাঁর দাবি, এই তিনটি পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে আগামী কয়েক বছরে রাজ্যের কর্মসংস্থানের ছবিতে আমূল পরিবর্তন আসবে।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষক নিয়োগ থেকে পুলিশে নিয়োগ, সব ক্ষেত্রেই যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। অতীতের নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দুর বক্তব্য, মেধার মূল্য ফিরিয়ে আনাই নতুন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন 'ব্যাঙ্কিং রেভোলিউশনে'র পরিকল্পনা। মুদ্রা যোজনার আওতায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগকে আরও বেশি ঋণ এবং ভর্তুকির সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সরকারের ধারণা, বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পই কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় উৎস হতে পারে। তাই গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে উদ্যোক্তাদের হাতে সহজ শর্তে মূলধন পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে সামনে আনা হয়েছে শিল্পায়নের নতুন রূপরেখা। শুধু ভারী শিল্প নয়, ফুড প্রসেসিং, উদ্যানপালন এবং মৎস্যভিত্তিক শিল্পে বৃহৎ প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে সরকার। কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনে সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে এই ক্ষেত্রগুলিতে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে নবান্ন। উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের একটি সমন্বিত শৃঙ্খল গড়ে তুলতে পারলে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও বড় পরিবর্তন আসবে বলে সরকারের আশা।

শিল্পায়নের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে টাটা গোষ্ঠীর উদাহরণ টেনে বলেন, বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলি শুধু কারখানা গড়ে না, নিজেদের প্রয়োজনে রাস্তা, সেতু, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য পরিকাঠামোও তৈরি করে। ফলে একটি বড় বিনিয়োগের প্রভাব বহুস্তরীয় হয়। যদিও আসন্ন রাজ্য বাজেট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মুখ খোলেননি, তবে তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে যে, বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে বাংলায় ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিতে চলেছে।

কল্যাণকে শ্রদ্ধা অভিষেকের

■ **হাইকোর্টে মামলার ইস্যুতে বৃহস্পতিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাবেন, হয় দলে অভিষেক থাকবেন, নয়তো তিনি। এনিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্য-রাজনীতিতে বিস্তর চর্চার পর শুক্রবার অবশেষে মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বর্ষীয়ান সাংসদের প্রতি তিনি কোনও আক্রমণ করেননি, উলটে শ্রদ্ধাই দেখালেন। বললেন, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে কটু কথা বলার। উনি আমাকে ছোট থেকে বড় করেছেন। আমার তাঁর প্রতি কোনও ক্ষোভ নেই। আমি তাঁকে আগেও সম্মান করতাম। এখনও করি।'**

শুক্রবার মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বাড়িতে দলের সাংগঠনিক বৈঠকে বরফ গলল বলেই জানা যাচ্ছে। অভিষেকের সৌজন্যমূলক মন্তব্যের জবাবে সুর নরম করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ। অভিষেকের মন্তব্যের পর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কল্যাণ বলেন, অভিষেক তাঁর সন্তানসম।

দুর্ঘটনার বর্ষপূর্তিতেও চূড়ান্ত রিপোর্ট অধরা

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার একবছর পরও তদন্তের চূড়ান্ত কোনও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। এই ঘটনার তদন্ত করছে এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। তাদের সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ, ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক এবং আমেরিকার জাতীয় পরিবহণ নিরাপত্তা বোর্ডও যুক্ত। সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনার চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট আসতে দেরি হবে। নিয়ম মেনে একবছরের মাথায় তা প্রকাশ করতে পারবেন না তদন্তকারীরা। কারণ, তাঁদের নজরে থাকা দুর্ঘটনাগ্রস্ত সেই বিমানের ইঞ্জিনের বিশ্লেষণ এখনও বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয়নি।

আন্তর্জাতিক নিয়ম বলছে, যে কোনও বড় বিমান দুর্ঘটনার একবছরের মাথায় তার তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতে হয়। কোনও কারণে তদন্ত সম্পন্ন না-হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দিতে হয় অন্তর্বর্তী রিপোর্ট। তাতে বিলম্বের কারণও ব্যাখ্যা করতে হয়। তদন্ত সম্পূর্ণ না-হলে প্রতি বছরই এমন একটি করে রিপোর্ট দিয়ে যাওয়ার কথা সংস্থার। সংবাদসংস্থার দাবি, গত এপ্রিলে এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানটির ইঞ্জিন পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার পর গত মাসে তদন্তকারীরা এই ইঞ্জিন বিশ্লেষণের সূত্রেই ফ্রান্সে গিয়েছিলেন।

জাহাজে হামলায় মার্কিন কূটনীতিককে ফের তলব

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১২ জুন: হরমুজ প্রণালীর কাছে ওমান উপসাগরে তিনটি ভারতীয় নাবিকবাহী জাহাজে হামলার ঘটনায় শুক্রবার আমেরিকার কূটনীতিককে আবার ডেকে পাঠাল ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। মার্কিন সেনার হামলায় তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের দিকে আঙুল তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। তিনি এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জানিয়েছেন, 'আপস করা প্রধানমন্ত্রী' দেশের সন্তানদের রক্ষা করতে ব্যর্থ। এই আবহে ফের ডেকে পাঠানো হল মার্কিন দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জেসন মিক্সকে। গত ৪৮ ঘণ্টায় এই নিয়ে দ্বিতীয় বার।

ওমান উপসাগরে তিনটি ভারতীয় নাবিকবাহী জাহাজের ওপরে হামলা চালানো হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে সেখানে মোতায়েন মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে মাউন্ট সেটবেলো জাহাজে সওয়ার ছিলেন ২৮ জন নাবিক। তাঁদের মধ্যে ২৪ জন ভারতীয়, ২ জন পাকিস্তানি, ১ জন রুশ এবং ১ জন ইউক্রেনীয় নাগরিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়। মার্কিন বাহিনীর হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন তিন ভারতীয় নাবিক। অন্য জাহাজ এমটি মারিভেক্সে ২৪ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছিল। তার পরেই দেশবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সরব হয় বিরোধীরা। গত বুধবার মার্কিন কূটনীতিক জেসনকে ডেকে পাঠায় ভারত। বিদেশ মন্ত্রক বলে, 'বাণিজ্যিক জাহাজ এবং অসামরিক পরিকাঠামোকে নিশানা করা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আন্তর্জাতিক জলপথ দিয়ে স্বাধীন, বাধাহীন নৌচলাচল নিশ্চিত করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব তা করা দরকার।'

তার পরেও হরমুজের কাছে একটি ভারতীয় নাবিকবাহী জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালায় আমেরিকার বাহিনী। মাউন্ট জলবীর নামে ওই পণ্যবাহী জাহাজ থেকে অন্তত ২০ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার আমেরিকা বিবৃতি দিয়ে দাবি করে, ওই জাহাজ বেআইনি ভাবে ইরান থেকে তেল পরিবহণ করছিল। নিষেধ গ্রাহ্য করেনি।

প্রয়োজন বুঝে পুজো অনুদান

ইঙ্গিত শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের দুর্গাপুজো কমিটিগুলির জন্য সরকারি অনুদান দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি রাজ্য সরকার। শুক্রবার নিউটাউনের এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, দুর্গাপুজো আসতে এখনও অনেক দিন বাকি আছে। যদিও অনুদানের বিষয়টি নিয়ে সরকারের মধ্যে এখনও কোনও প্রকারের আলোচনা করা হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর শুক্রবার বলেন, 'দুর্গাপুজো এখনও অনেক দূরে। অনুদানের বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। সময় এলে আলোচনা হবে।' যদিও অনুদান প্রসঙ্গে সরকারের ভাবনার ইঙ্গিতও এদিন স্পষ্ট করে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাদের নিজেদের পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে এবং সরকারের সামান্য অনুদান না-পেলেও যাদের পুজো বন্ধ হয়ে যাবে না, তাদের পরিবর্তে যাঁরা প্রকৃত অর্থে সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেন, তাঁদের অনুদান দেওয়াই ভালো।'

গত কয়েক বছরে রাজ্যে দুর্গাপুজো কমিটিগুলির জন্য সরকারি অনুদানের আর্থিক পরিমাণ ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ২০২৫ সালে ক্লাব-পিছু ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ২৬-এ সরকার পরিবর্তনের পর নতুন প্রশাসন এই নীতি বজায় রাখবে কি না, তা নিয়ে পুজো উদ্যোক্তা ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা আছে।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজো যে শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৃহৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রতিমা নির্মাণ, মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা, পরিবহণ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা-সহ একাধিক ক্ষেত্রে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পুজোর সময় রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি হয়।

সম্মান না-পেলে দলে নেই, বেসুরো কেষ্টও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: সম্মান না-পেলে আর তৃণমূলের সঙ্গে থাকবেন না বলে জানিয়ে দিলেন বীরভূমের নেতা অনুব্রত মণ্ডল। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে নিজের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। রাজ্যে দলের এই ভরাডুবির জন্য দায়ী করেছেন আইপ্যাককে। অভিযোগ, জেলা থেকে শুরু করে ব্লক স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই টাকা তুলত ওই সংস্থা। সেই কারণেই দলের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি লোকসভা এবং বিধানসভায় বিদ্রোহী গোষ্ঠীর পৃথক ব্লক গড়ার চেষ্টাতেও ভুল কিছু দেখছেন না অনুব্রত।

গরুপাচার মামলায় অনুব্রতকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। দীর্ঘ দিন জেল খেটেছেন। তিহাড় থেকে ফেরার পর রাজনীতিতে তাঁকে আর সে ভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। বীরভূমে অনুব্রতের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসাবে তৃণমূলের অন্দরেই মাথা তুলেছিল আর এক নাম কাজল শেখ। তাঁকে হাসন থেকে এবার টিকিটও দিয়েছিল দল। পরিবর্তনের হাওয়াতেও তিনি জিতেছেন। তবে ভোটের প্রচারে অনুব্রতকে সে ভাবে দেখা যায়নি। দলের ভরাডুবির জন্য আইপ্যাককে দুষে তিনি বলেছেন, '১৯৯৮ সালে দল তৈরি হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী ছিলেন। আমরা সাতটি আসন জিতেছিলাম। তখন কোনও জ্ঞানীমুনি ছিল না। আমাদের মতো রাখাল-বাগালরাই দলকে টেনেছে। আইপ্যাককে তখন দরকার হয়নি। পরে তাদের প্রয়োজন পড়ল কেন? ওদের জন্যই দলের এই ভরাডুবি। দুনিয়ার লোকের কাছ থেকে ওরা টাকা তুলেছে। রাজনীতির কিছু জানে না। ওরা পয়সা কামাতেই এসেছিল।'

> **সম্মান পেলে আমি দল করব। না-পেলে চুপচাপ থাকব। অন্য দলে যাব না। বিজেপিতে যাওয়ার কথা এখনও ভাবিনি।**
>
> — অনুব্রত মণ্ডল

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল। সেই কংগ্রেসকে চটানো ভুল হয়েছে বলে মনে করেন অনুব্রত। তাঁর আক্ষেপ, 'কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে আমরা ক্ষমতায় এলাম। কংগ্রেসকে চটানোটা আমাদের ভুল হয়েছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! আইপ্যাক এত টাকা তুলল। কিন্তু কেউ যদি জেগে ঘুমায়, দলের তো এই অবস্থা হবেই।'

পরাজয়ের পর তৃণমূলের অনেক বিধায়ক এবং সাংসদ 'বিদ্রোহী' হয়ে উঠেছেন। বিধানসভায় পরিষদীয় দল ভেঙে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৫৯ জন বিধায়ক চিঠি দিয়েছেন স্পিকারকে। তাঁরাই নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করছেন। আবার, সংসদীয় দলে ভাঙন স্পষ্ট হয়েছে। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে সাংসদেরা চিঠি দিয়েছেন লোকসভার স্পিকারকে। সূত্রের দাবি, তাঁরা পৃথক ব্লক গড়তে চেয়েছেন এবং এনডিএর শরিক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অনুব্রত এই 'বিদ্রোহী'দের কোনও ভুল দেখছেন না। তাঁর কথায়, 'ভুল তো করছেন না। বিজেপিতে তো যাচ্ছেন না। আলাদা ফ্রন্ট করছেন। সকলে যে দিকে যাবেন, সে দিকেই তো যেতে হবে।' তাঁর সংযোজন, 'মমতা একা হয়ে গিয়েছেন। দেখে খারাপ লাগছে। ওঁকে আমরা সকলেই ভালোবাসতাম। কিন্তু শেষ দিকে উনি কার পাল্লায় পড়লেন জানি না।'

এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে কোনও দায়িত্বই দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন অনুব্রত। বলেছেন, 'এবার আমাকে ভোটের দায়িত্বই দেননি। কোর কমিটির বৈঠকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমার কী ভূমিকা? বলা হয়, কোনও বিধায়ক ডাকলে আপনি যাবেন না। তা হলে আগ বাড়িয়ে আমার যাওয়ার দরকার কী? আমি তাই কিছু করিনি। বিজেপি খেটেছে, তাই জিতেছে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **নমিতা দেবী**, পিতা- স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা, সাং- নবদ্বীপ মণিপুর ঘাট রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, গত ইং ১০/১১/২০০৮ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৯৫৪/০৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **শ্রীমতী স্বস্তিকা দত্ত**, স্বামী- শ্রী ভাস্কর দত্ত, এর নিকট হইতে ৩.১৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া মালিক ও ভোগদখলীকার হয়েন, যাহা ২৯নং তেঘড়ী মৌজার অন্তর্গত আর.এস. ২৩৭৪, এল.আর. ২৬৩৩ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধকৃত আর.এস. ও এল.আর. ৬০১ নং দাগস্থ ভিটি সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তির পূর্বতন মালিক ও দখলীকার ছিলেন **রাধাকান্ত সিংহ**, পিতা- স্বর্গীয় গোলাপ সিংহ মহাশয়। তিনি উক্ত সম্পত্তি উত্তম স্বত্ত্বে ভোগদখলে বিদ্যমান থাকাকালে বিগত ইং ১৯৯৮ সালে বাঁকুড়া সদর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ০৪নং বহির ১৪৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল বলে **শ্রীমতী আরতি সিংহ** মহাশয়াকে ক্ষমতা প্রদান করেন। অতঃপর উক্ত **শ্রীমতী আরতি সিংহ**, স্বামী- শ্রী রাধাকান্ত সিংহ, মহাশয়া উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিগত ইং ১৭/০৮/১৯৯৮ তারিখে নবদ্বীপ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১.৬৫ শতক এবং গত ইং ২৯/০৬/১৯৯৯ তারিখে নবদ্বীপ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭০০ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে ১.৬৫ শতক সম্পত্তি **শ্রীমতি বাসন্তী সিংহ**, স্বামী- শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার সিংহ এর বরাবর সাফ বিক্রয় করিয়া দেন। অতঃপর **শ্রীমতি বাসন্তী সিংহ** মহাশয়া উক্তরূপ ভাবে খরিদা সূত্রে প্রাপ্ত ৩.৩০ শতক সম্পত্তির একায়েক মালিক ও স্বত্ত্ববর্তী হইয়া উত্তম স্বত্ত্বে ভোগদখলে বিদ্যমান থাকাকালে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে পর তাহার স্বামী **শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার সিংহ** হিন্দু উত্তরাধিকারী আইনানুসারে উক্ত ষোলআনা সম্পত্তির একায়েক মালিক ও স্বত্ত্ববান হইয়া বিগত ইং ০৯/০৩/২০০৬ তারিখে **শ্রীমতী স্বস্তিকা দত্ত**, স্বামী- শ্রী ভাস্কর দত্ত এর বরাবর সাফ বিক্রয় করিয়া দেন, যাহা পরবর্তীকালে আমার মক্কেল **নমিতা দেবী**, পিতা- স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা, এর বরাবর ৩.১৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেল উক্ত ৩.১৫ শতক সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামা'র বিরুদ্ধে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল. এ্যান্ড.এল. আর. অফিসে আপত্তি জানাইবেন।

তাং:- ১২.০৬.২০২৬

ধন্যবাদান্তে
সুজাতা বিশ্বাস, অ্যাডভোকেট
নবদ্বীপ আদালত

DECLARATION

I, Nandini Dutta W/o Indranil Dutta of A-3 Golden Sands Apt. Ranwaddo, South Goa declares before E.M. at Sealdah that my father, Hironmoy Laha died intestate on 14.12.18 and he was the Joint Owner of a property at 20, Kakulia Rd, KOL-29 which was duly registered before SR. Sealdaha on 17.4.68, measuring 2K15C more or less. I am his only daughter as well as legal heir & successor and also the co-owners. The other co-owners are trying to grab my said share forcibly. It is an undivided property and they are intentionally avoiding for partition deed. The condition of building is very worrying and dangerous incident occurs there, I will not be responsible for that because I am not living there. I will inform the KMC concerned & others in writing about the situation. There is every possibility of any dangerous incident and any one suffers any loss & damage. If any body claims or proves me false lawfully than I shall be fully responsible for that act & action.

NOTICE

Notice is hereby given that the name of our company Name (HOLY TREE TRAVEL PRIVATE LIMITED) address has been changed from **"Holding No:- 108/1, 108/1, MULLICK COLONY, DUM DUM 2ND FLOOR FLAT NO-3B, P.O:- DUM DUM, P.S:- DUM DUM, District:- North 24 Parganas, Pincode:- 700074 in ward no. 16"** TO **"Holding No:- 651/2, Ward No. 22, Holding No. 651/2 1 No. Debigarh, Madhyamgram, P.O:- Madhyamgram SO, P.S:- Madhyamgram, District :- North 24 Parganas, Pincode :- 700129 in ward no. 22"** in terms of companies Act 2013. W.e.f. 20.05.2026.

CHANGE OF NAME

I, **Jyoti Prasad**, W/o. Mukesh Kumar Sharma & D/o. Ram Prita Prasad, R/o. 81 Satyajit Roy Sarani, Angus, Bhadreswar, Hooghly-712221, W.B., do hereby declare that after marriage with Mukesh Kumar Sharma, I have been known everywhere as Jyoti Prasad Sharma, which name has been recorded in my daughter's (Mahi Sharma) all documents & academic records. That, I, Jyoti Prasad & Jyoti Prasad Sharma, W/o. Mukesh Kumar Sharma & D/o. Ram Prita Prasad, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 4897, dtd. 09.06.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Chandernagore, Hooghly Court.

I, **Uma Mallik**, W/o. Amiya Kumar Mallik, R/o. 69, K.G.R.S. Path, Angus, Bhadreswar, Hooghly-712221, W.B., do hereby declare that I, Uma Mallik, W/o. Amiya Kumar Mallik & Uma Mallick W/o. Amiya Kumar Mallick, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 262, dtd. 11.01.2024, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Chandernagore, Hooghly Court, which names has been recorded in my several documents.

I, **Amiya Kumar Mallik**, S/o. Late Subodh Kumar Mallik, R/o. 69, Purbachal Pally, Angus, Bhadreswar, Hooghly-712221, W.B., do hereby declare that I, Amiya Kumar Mallik S/o. Subodh Kumar Mallik, Amiya Kumar Mallik S/o. Subodh Kumar Mallik & Amiya Kumar Mallick S/o. Subodh Kumar Mallick all are the same & one identical person vide an affidavit no. 263, dtd. 11.01.2024, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Chandernagore, Hooghly Court, which names has been recorded in my & my wife's several documents.

LOST & FOUND

I, **Arnab Kumar Chanda** S/o- Ajoy Kumar Chanda, R/o- 23/M/12, Naktala Road, Kolkata - 700047. Lost my SBI Life Smart Privilege Policy Booklet (Policy No- 2B321324104) if found please call- 9073671998.

NAME CHANGE

I, Pallavi Agarwal, W/o Rishi Sureka resident of **Aurus, BL-2, 6th Floor, flat 6A, 48, Matheshwartola Road, Gobinda Khatick Road, Kolkata - 700046** do hereby declare that I have changed my name from **Pallavi Agarwal** to **Pallavi Sureka** and henceforth I shall be known as **Pallavi Sureka** in all purpose, vide affidavit no **IN-AS40789688466054Y** sworn before the Notary Public at **Kamrup (M) Guwahati** on **09/06/2026, Pallavi Agarwal** and **Pallavi Sureka** both are same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার প্রকৃত নাম, **আবুল সায়ের মল্লিক, পিতা - আব্দুল হামিদ মল্লিক, জন্ম তারিখ - ২১/০৯/১৯৮২,** ঠিকানা - জগন্নাথপুর, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০, কিন্তু ভুলবশত আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-2020060072726-এ আমার জন্ম তারিখ- ০১/০১/১৯৮২ এবং পিতার নাম- আব্দুল হামিদ নথিবদ্ধ করা হয়েছে। ১১.০৬.২০২৬ তারিখে বারুইপুরের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে ১৫৩ নং হলফনামা মূলে ঘোষণা করছি যে **আবুল সায়ের মল্লিক পিতা-আব্দুল হামিদ, জন্ম তারিখ- ০১/০১/১৯৮২** এবং **আবুল সায়ের মল্লিক পিতা-আব্দুল হামিদ মল্লিক, জন্ম তারিখ- ২১/০৯/১৯৮২** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Aarti Singh Gupta, D/o Balaram Singh, resident of First Floor, Room-11A, 2, India Exchange Place, VTC: Kolkata G.P.O., PO: Kolkata G.p., Kolkata-700001, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Aarti Singh Gupta to Aarti BR Singh and henceforth I shall be known as Aarti BR Singh in all purpose, vide affidavit no 45AB 151832 sworn before the Notary Public at Kolkata Alipore Judges Court on 3/08/2020 Aarti Singh Gupta and Aarti BR Singh both are same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 01/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 11775 নং এফিডেভিড বলে আমি Ramesh Singh, S/o. Ramanuj Saran Singh, R/o. Shastrinagar, P.O. Kanaipur, P.S. Uttarpara, Dist. Hooghly, Pin-712246, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার LICI Policy-তে (Being No. XXXXX6739) আমার সঠিক নাম Ramesh Singh-এর পরিবর্তে Tun Tun Singh লিপিবদ্ধ আছে। আমি Ramesh Singh & Tun Tun Singh S/o. Ramanuj Saran Singh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি, Priya Pal D/o. Tarun Pal গত ইংরাজীর 09/06/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া নাম পরিবর্তন করিয়া Jannat Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 09/06/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 181 নং এফিডেভিট বলে Jannat Begum ও Priya Pal D/o. Tarun Pal, সাকিম ভাতার মোড়, আরামবাগ, হুগলী-৭১২৬০২, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 11/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9724 নং এফিডেভিড বলে আমি Somesh Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sibesh Chandra Das ও S Kr Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 12/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14183 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Biswajit Mallik S/o. Sukumar Malik, সাকিম স্টেশন রোড, পশ্চিমপাড়া, নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক নাম Sk Biswajit Mallik-এর পরিবর্তে আমার রেশন কার্ডে Bishwajit Malik ও আমার আধার কার্ডে Biswajit Malik লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sk Biswajit Mallik, Bishwajit Malik & Biswajit Malik, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। এই এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম Sk Biswajit Mallik আমার সকল ডকুমেন্ট লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

গত 02/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 06 নং এফিডেভিট বলে আমি Ratan Kumar Pal S/o. Mani Krishna Pal ও Ratan Kr Pal S/o. Lt M Kr Pal, Manikrishna Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 11/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 01 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Bashir Uddin S/o. Sekh Khodabaks ও Sekh Bashiruddin S/o. Sk Khodabaks সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 170 নং এফিডেভিড বলে আমি Pramit Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bithin Das ও Bithin Kumar Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 11/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9685 নং এফিডেভিড বলে আমি Sanjay Adak ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gokul Adak ও G. Ch. Adak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 12/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14098 নং এফিডেভিড বলে আমি Arshad Ali S/o. Md Manjoor, Arshad Ali S/o. Md Manzoor ও Md. Arshad Ali S/o. Md. M Hussain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9536 নং এফিডেভিড বলে আমি Pintu Bar S/o. Shambhucharan Barh ও Pintu Barh S/o. S. Ch Bhar, Sambhu Charan Bar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14201 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Samsuddin ও Sk Samsuddin Hoque S/o. Sirajul Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

জনসমক্ষে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** প্রদান করা হচ্ছে যে মেঘনা মানিয়ার এবং আশিস মহেশ মানিয়ার, **আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিঃ**, কলকাতা-এর কাছে সম্পত্তি বন্ধক রাখার অভিপ্রায় করেছেন, যা তারা এর প্রকৃত মালিক অর্থাৎ শ্রী জয়দীপ সোম এবং শ্রী কৃশানু সোম-এর কাছ থেকে ক্রয়ের পর করবেন। বিক্রেতারা তাদের পিতা প্রয়াত অভিজিৎ সোম-এর কাছ থেকে উত্তরাধিকাব. সূত্রে এবং মাতা তাপসী সোম-এর কাছ থেকে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত যথাক্রমে ১/৩ অংশের মাধ্যমে এটি অর্জন করেছেন। উক্ত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফ্ল্যাট নং ১ই, যার পরিমাপ ১২৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা, প্রথম তলা, পূর্ব দিক, এর সাথে ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১০০ বর্গফুট পরিমাপের একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস ও ৩০ বর্গফুট পরিমাপের একটি আচ্ছাদিত ঘর, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৭২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, থানা ভবানীপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫বি, ল্যান্সডাউন লেন, কলকাতা-৭০০০২৬ মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গণে অবস্থিত ৭ কাঠা ১৫ ছটাক ৩১ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ভবনে অবস্থিত। উক্ত সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো সত্তা বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকলে, তাদের এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এই ধরনের কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার', রুম নং ৪৮, নিচতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১,
ফোন- ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/ ৪৮৫৪,
ইমেইল- supriyobasu.llp@gmail.com,
partho.adhikary@sbalaw.in

আমরা (১) শ্রী রাজেশ ঘোষ পিতা মৃত বিশ্বনাথ ঘোষ (২) শ্রী সমর হালদার পিতা শ্রী সন্তু হালদার (৩) শ্রী সমরেশ ঘোষ পিতা মৃত আনন্দমোহন ঘোষ বিগত ইংরেজি 11/11/2022 তারিখে IV-178/2022 ও IV-179/2022 দুটি পৃথক পৃথক আমমোক্তার নামা দলিল মূলে জেএল- 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R. 16300, 17252, 17403, 18023, 18034 নং খতিয়ানে হইতে L.R.-19103 নং দাগে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ইং 11/02/2026 তারিখে I -1163/2026 নং দলিল মূলে 0.0495 একর এবং ইং-11/02/2026 তারিখে I- 1164/2026 নং দলিল মূলে 0.0413 একর এবং ইং 11/02/2026 তারিখে I-1165/2026 নং দলিল মূলে 0.0413 একর এবং ইং 11/02/2026 তারিখে I- 1167/2026 নং দলিল মূলে 0.0413 একর এবং 11/02/2026 তারিখে I-1168/2026 দলিল মূলে 0.0767 একর এবং 19/03/2026 তারিখে I-2714/2026 দলিল মূলে 0.0302 একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি উক্ত ক্ষতিয়ানে বা আমমোক্তারনামাই কোনরকম অভিযোগ থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর ১ B.L.&L.R.O অফিসে এসে যোগাযোগ করুন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই জুন, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শনি বার। ত্রয়োদশী তিথি, জন্মে মেষ রাশি অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ব্যারাকপুর থেকে কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত শীঘ্রই সরকারি বাস চালু করা হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল জমানায় ব্যারাকপুর থেকে কাঁচরাপাড়া রুটের ৮৫ নম্বর বাস পরিষেবা পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া এবং সাধারণ মানুষজন চরম ভোগান্তির শিকার। এবার শিল্পাঞ্চলবাসীর যাতায়াতের সুবিধার্থে পরিবহণ ব্যবস্থা সচল রাখার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হচ্ছেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। অতি প্রাচীন বাসরুটকে ফের তিনি চাঙ্গা করতে চাইছেন। শুক্রবার হালিশহর বাগমোড় রানি রাসমণি ঘাট রোডের কল্যাণ সংঘ ক্লাবে আধুনিক জিমের উদ্বোধনে এসে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, ব্যারাকপুর থেকে কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত খুব শীঘ্রই সরকারি বাস চালু করা হবে। এই রুটে পুরোদমে বাস চলাচল পুনরায় শুরু হবে। এদিন শিল্পাঞ্চলের প্রাক্তন দুই বিধায়ককে নিশানা করে মন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যারাকপুরের সাংসদ তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থ বরাদ্দ করেছেন। জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম এবং বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুবোধ অধিকারী সেই অর্থ চুরি করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তার তদন্ত চলছে। মন্ত্রীর দাবি, এঁরা কাউকে ছাড়ে না, এঁরা শুধু চুরি করতে জানে। জিম উদ্বোধনে এসে বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, সাংসদ থাকাকালীন অর্জুন সিং অত্যাধুনিক জিম নির্মাণের জন্য তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। উনি মন্ত্রী হওয়ার পর সেই জিম এখন উদ্বোধন হল। আসলে এখানকার ক্লাব কর্তা রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়ে উঠেছেন। তাঁর দাবি, শ্মশানে পরিণত বীজপুর এবার ফের সেজে উঠবে। প্রসঙ্গত, এদিন বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হালিশহর বাগমোড় রানি রাসমণি ঘাট রোডের কল্যাণ সংঘ ক্লাবে আধুনিক জিমের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। জিম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস ছাড়াও হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সন্তোষ রায়, প্রাক্তন পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধান যথাক্রমে রাজু সাহানি ও রাজা দত্ত, বীজপুর মণ্ডল-১ ও ২ সভাপতি যথাক্রমে তুষার দাস ও সজল কর্মকার। এছাড়া বীজপুর মণ্ডল-৩ সভাপতি ও মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে অঞ্জন দাস ও রাজু দাস, মণ্ডল-৪ এর মণ্ডল সভাপতি অমিত চৌবে-সহ ক্লাব কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কাঁচরাপাড়ায় টাকার পাহাড় উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত দুই হিসাবরক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া হার্নেট ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি স্কুলের সিক রুমের ভল্ট থেকে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি কমল অধিকারী, গৌতম ঘোষ দস্তিদার-সহ চারজনের বিরুদ্ধে বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রিন্সিপাল বিকাশ চন্দ্র পাল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর স্কুলের সিনিয়র হিসাবরক্ষক ও সহকারী হিসাবরক্ষক যথাক্রমে অভিক চন্দ্র নাগ ও সায়ন পালকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে স্কুল পরিচালন সমিতির দুই কর্তা কমল অধিকারী ও গৌতম ঘোষ দস্তিদারের এখনও পর্যন্ত কোনও হদিশ নেই।

কল্যাণ-কংগ্রেস-অভিষেক ইস্যুতে বিধানসভার বাইরে তৃণমূলকে তোপ তাপস রায়ের: শুক্রবার বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে তোপ দাগলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তথা মানিকতলার বিজেপি বিধায়ক তাপস রায়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য প্রসঙ্গে তাপস রায় বলেন, কল্যাণকে তো আর বাছবেন না। উনি লম্বা-চওড়া কথা বলতে অভ্যস্ত। আগে সেই কথা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি বা আমাদের বিরুদ্ধে বলতেন। এখন সেই অভ্যাস দলের বিরুদ্ধে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্পর্ক নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তাপস রায়ের কথায়, ব্লাড ইজ থিকার দ্যান ওয়াটার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণকে ফোন করে কী করেন বা অভিষেককে ছাড়েন কি না, সেটাও দেখার বিষয়।

'এল নিনো'র প্রভাবে দুর্বল বর্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় বর্ষা প্রবেশ। অথচ ঘামে ভিজছে শরীর। আসলে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢলে এলেও 'এল নিনো'র প্রভাবে দুর্বল সেই পরিস্থিতি, বলছেন আবহাওয়াবিদরা। তবে শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-সহ বেশিরভাগ অংশে ঢুকে পরেছে মৌসুমী বায়ু। পুরুলিয়ার কিছু অংশ ছাড়া বাকি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে। পাশাপাশি, বিহারের বড় অংশেও মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে। এদিকে এই জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাসের প্রবেশের পরেও দক্ষিণবঙ্গে আগামী সাতদিন ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে এই মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও ৩০ থেকে ৪০, আবার কোথাও ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

এদিকে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গল ও বুধবারে প্রতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। পাশাপাশি দার্জিলিং থেকে মালদহ, সব জেলাতেই ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি মিলবে দক্ষিণবঙ্গে।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতার তাপমাত্রা থাকবে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.০ ডিগ্রি। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৭ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ ৬৭ থেকে ৯৫ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে সামান্য ১.৬ মিলিমিটার।

ভাঙা হল নৈহাটির আম্রপল্লিতে রেলের জমিতে থাকা তৃণমূলের জোড়া কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রেলের জমি দখলমুক্ত করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উচ্ছেদ অভিযান চলছে। শুক্রবার ভাঙা হল নৈহাটির গরুফাঁড়ি মোড় সংলগ্ন আম্রপল্লিতে তৃণমূলের জোড়া কার্যালয়। অভিযোগ, রেলের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছিল তৃণমূলের দুটি কার্যালয়। যদিও তৃণমূল জমানায় রেলের জমিতে থাকা ওই দুটি কার্যালয় ভাঙা সম্ভব হয়নি। তবে রাজ্যে পালাবদল হতেই রেলের জমিতে বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা তৃণমূলের কার্যালয় দুটিকে ভাঙার জন্য রেল প্রশাসনের দ্বারস্থ হন স্থানীয়রা। অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন রেলের তরফে ওই কার্যালয় দুটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় বিজেপি নেতা সুনীল কুমার সাউ বলেন, রেলের জমিতে অবৈধভাবে তৃণমূলের দুটি পার্টি অফিস গড়ে উঠেছিল। ওই পার্টি অফিস দুটিকে ভাঙার জন্য স্থানীয়রা রেলের কাছে অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রেলের পক্ষ থেকে এদিন দুটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

পাহাড় থেকে সাগর, এক মহাসড়কে বাংলা!

দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর ৭৭০ কিলোমিটারের জাতীয় সড়কের মেগা পরিকল্পনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গাসাগর- একটি দীর্ঘ জাতীয় সড়কে যুক্ত হতে চলেছে বাংলার দুই প্রান্ত। প্রায় ৭৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মেগা সড়ক প্রকল্পকে ঘিরে রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দারের ঘোষণার পর থেকেই প্রশাসনিক মহল, শিল্পমহল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত এই জাতীয় সড়ক নির্মাণে কেন্দ্রের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য পূর্ত দপ্তর যৌথভাবে কাজ করবে।

প্রস্তাবিত এই সড়ক শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাস্তার একটি অংশ বিহারের কিশানগঞ্জ এবং ঝাড়খণ্ডের কিছু এলাকা অতিক্রম করবে। এর ফলে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে যাতায়াত আরও সহজ ও দ্রুত হওয়ার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মজবুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পরিকাঠামো বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে একটি নতুন অর্থনৈতিক করিডর গড়ে উঠবে। দার্জিলিংয়ের পর্যটন শিল্প, উত্তরবঙ্গের চা ও কৃষি অর্থনীতি, মধ্যবঙ্গের বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গাসাগর পর্যটন; সব ক্ষেত্রেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। পাশাপাশি পণ্য পরিবহণের সময় কমবে এবং শিল্প ও ব্যবসার প্রসার ঘটবে।

এই ঘোষণাকে ঘিরে বিশেষভাবে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ব্যবহারকারী যাত্রীরা। নিত্যযাত্রীদের একাংশের বক্তব্য, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এই ধরনের বৃহৎ প্রকল্প অত্যন্ত জরুরি ছিল।

অনেক যাত্রীর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলের সড়ক পরিকাঠামোর উন্নয়ন কার্যত থমকে ছিল। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বড় সড়ক প্রকল্পের পরিকল্পনা সামনে আসায় তাঁরা আশাবাদী। তাঁদের আশা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দ্রুত এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সাধারণ মানুষ, পরিবহণ ব্যবসায়ী, কৃষক ও ব্যবসায়ী সকলেই উপকৃত হবেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষের কাছে এই প্রকল্পের গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ, এই সড়কের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জেলার শিল্পায়নের সম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গঙ্গাসাগর মেলা, বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরবনের পর্যটন শিল্প এবং বহু প্রতীক্ষিত বিকাশমান ডায়মন্ড হারবার পর্যটন কেন্দ্র। উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে এই সমগ্র অঞ্চল নতুন অর্থনৈতিক গতিবেগ পাবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গঙ্গাসাগর মেলায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সমাগম করেন। সুন্দরবন ভ্রমণে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। ডায়মন্ড হারবারকেও ঘিরে পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উন্নত সড়ক যোগাযোগ গড়ে উঠলে পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি হোটেল, পরিবহণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য শিল্প এবং স্থানীয় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা সংশ্লিষ্ট মহলের। তবে এই প্রকল্পের গুরুত্ব শুধু পর্যটন বা সাধারণ যাতায়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিল্প ও বাণিজ্যিক মহলের মতে, প্রস্তাবিত এই জাতীয় সড়কের সঙ্গে ফলতার স্পেশ্যাল ইকোনমিক জোন (এসইজেড)-সহ একাধিক শিল্প প্রকল্পের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই উন্নত সড়ক যোগাযোগের অভাব শিল্প সম্প্রসারণে একটি বড় বাধা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। নতুন এই করিডর গড়ে উঠলে ফলতা শিল্পাঞ্চলে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উৎপাদিত পণ্য দ্রুত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে।

এর পাশাপাশি কুলপিতে প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প নিয়েও নতুন করে আশাবাদ তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, ভবিষ্যতে এই বন্দর বাস্তবায়িত হলে দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত এই সড়ক করিডর উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং উপকূলীয় শিল্পাঞ্চলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সেতু হিসেবে কাজ করবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্প আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে বিকল্প দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। দীর্ঘমেয়াদে এটি শিল্পায়ন, পর্যটন, বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিকে নতুন গতি দিতে পারে। তবে দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ৭৭০ কিলোমিটারের এই মেগা প্রকল্প এখনও প্রাথমিক পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। কোন কোন জেলা দিয়ে রাস্তা যাবে, প্রকল্পের মোট ব্যয় কত হবে, কতটা জমি অধিগ্রহণ করতে হবে এবং নির্মাণের নির্দিষ্ট সময়সীমা কী হবে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত সরকারি প্রকল্প রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। প্রাথমিক পরিকল্পনা ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের কাজ চলছে।

রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিল্প ও পর্যটন মহলের একাংশের মতে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। দার্জিলিংয়ের পাহাড় থেকে গঙ্গাসাগরের মোহনা পর্যন্ত একটানা সড়ক যোগাযোগ শুধু ভৌগোলিক দূরত্বই কমাবে না, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের অর্থনীতি, শিল্প, পর্যটন, বাণিজ্য এবং সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৩ জুন ২০২৬, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শনিবার

ধর্মের নামে অশান্তির চেষ্টা হলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্মের নাম নিয়ে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি করার চেষ্টা হলে সরকার কঠোর হাতে তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেবে। ধর্মের নামে অশান্তির চেষ্টা হলে আমার থেকে খারাপ কাউকে দেখতে পাবেন না। ঠিক এই ভাষাতেই রাজ্যে বিভেদকামী শক্তিদের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ধর্মের দোহাই দিয়ে অশান্তির চেষ্টা করলে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যের সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সরকার সংবিধান মেনেই কাজ করবে, তবে আইনভঙ্গকারী বা হিংসাত্মক বিক্ষোভ কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী পার্ক সার্কাস এবং আসানসোলের ঘটনার উল্লেখ করে দাবি করে বলেন, নতুন সরকার গঠনের পর রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির কয়েকটি চেষ্টা হয়েছিল, যদিও পুলিশ-প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তিনি বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর ভাতের হাঁড়ির চাল টেপার মতো দু'টো চেষ্টা হয়েছিল। যেমন মা-দিদিরা করে থাকেন। একটা আসানসোলে, যেখানে একজনের বাড়িতে ঢুকে হামলার চেষ্টা হয়। আর দু'নম্বর ছিল পার্ক সার্কাস। এর পরেই বিক্ষোভকারীদের কড়াবার্তা দিয়ে তাঁর সংযোজন, আমার মনে হয়, তারপর থেকে আর কিছু দেখতে পারছেন না, না? আর দেখতেও পাবেন না। সে রকম হলে আমার থেকে খারাপ কাউকে দেখতে পাবেন না।

প্রসঙ্গত, পশু কুরবানি সংক্রান্ত রাজ্য সরকারি নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর পার্ক সার্কাস এলাকায় হিংসাত্মক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। সেই সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার পর এলাকায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও কড়া বার্তা দিয়েছিলেন।

শুক্রবার ফের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন , তাঁর সরকার সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংবিধান মেনেই কাজ করবে। কিন্তু কোনোরকম তোষণ নীতি ও বেআইনি কাজকে প্রশ্রয় দেবে না। পার্ক সার্কাসের ঘটনার পর রাজ্যে যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং নতুন করে কোনও বড় অশান্তি মাথাচাড়া দিতে পারেনি, সেই মডেলই আগামিদিনে মেনে চলা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কতটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছে রাজ্যবাসী।

রাজ্যে বন্ধ চটকল খোলার উদ্যোগ নিলেন শ্রমমন্ত্রী, ১৫ জুন হবে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বন্ধ চটকলগুলি ফের চালু করতে উদ্যোগী হল রাজ্য শ্রম দপ্তর। নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পরেই শ্রম দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। সব বন্ধ চটকলগুলি চালু করা এবং কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের হাতে আবার কাজ ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগামী ১৫ জুন মালিকপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সহ পক্ষদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে।

শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি ও হাওড়া জেলার প্রায় ১০টি চটকল বন্ধ রয়েছে। এর জেরে ২০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জগদ্দল জুট মিল, এম্পায়ার জুট মিল, প্রবর্তক জুট মিল, অ্যালায়েন্স জুট মিল, ইন্ডিয়া জুট মিল, ওয়েলিংটন জুট মিল, মহাদেব জুট মিল ও হাওড়া জুট মিলের মতো একাধিক কারখানা দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ হয়ে আছে।

শ্রম দপ্তর সূত্রে খবর, ১৫ জুনের বৈঠকে বন্ধ মিলগুলির বর্তমান কি পরিস্থিতি, নতুন করে উৎপাদন শুরু করার জন্য কি কি সাহায্য প্রয়োজন এবং শ্রমিকদের কর্মসংস্থান যাতে নিশ্চিত হয়, এই সব বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করা হবে। ওই বৈঠকের ভিত্তিতে একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা তৈরির করা হবে বলেও শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে।

শ্রম দপ্তরের এক আধিকারিকের দাবি, ২০২৪ সালে রাজ্য সরকার, মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যদিও সেই চুক্তির একাধিক শর্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি কাঁচা পাটের জোগান এবং মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাও শিল্পের সংকটকে আরও বাড়িয়েছে বলেই দাবি আধিকারিকের।

তবে শ্রম দপ্তরের মতে, কাঁচা পাটের সরবরাহ স্বাভাবিক করা এবং বাজারে মজুতদারি বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন হবে। সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে বস্ত্র ও শ্রমশিল্পে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা চালু করেছে, সেগুলিকেও রাজ্যের চটশিল্পকে পুনরায় জীবিত করার জন্য প্রয়োগ করা হবে বলেই জানা যাচ্ছে। রাজ্যের বন্ধ চটকলগুলি চালু করার লক্ষ্যে আগামী বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের দিকেই এখন তাকিয়ে শ্রমিক ও চটশিল্পর সঙ্গে যুক্ত সকলেই।

এনডিএ বৈঠকের মতোই নিউটাউনে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানেও রাজনৈতিক ঝালমুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: বুধবার দিল্লিতে এনডিএ-র বৈঠকে ঝালমুড়ি নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার কলকাতার নিউটাউনে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানে ফের ঝালমুড়ি পরিবেশনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হল।

শুক্রবার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে মোদি সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের আপ্যায়নে চায়ের সঙ্গে ঝালমুড়ি পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের একাংশের বিশেষ নজর কাড়ে এই ঝালমুড়ি পরিবেশনের বিষয়টি।

বুধবার দিল্লিতে এনডিএ-র বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে বানান ঝালমুড়ি খাওয়ার ছবি প্রকাশ্যে আনেন। সেই ঘটনার পর আবার রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠানে ঝালমুড়ি পরিবেশন হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

যদিও সরকারি তরফে এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, বাংলার জনপ্রিয় ও সাধারণ মানুষের পরিচিত নিত্যদিনের ঝালমুড়ির মাধ্যমে রাজ্য সরকার জনসংযোগের একটি বার্তা দিচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মোদী সরকারের ১২ বছরের উন্নয়নমূলক কাজগুলি তুলে ধরেন। রাজ্যে রেল, সড়ক, আবাসন, স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রসঙ্গও তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি মোদী সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও সাফল্য নিয়ে অনুষ্ঠানে একটি প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করা হয়।

ফুটপাথের দোকান বিক্রির অভিযোগে এফআইআর সুশান্তর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সমস্যা পিছু ছাড়ছে না তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের। এবার নথি জাল করে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় ফুটপাথের দোকান বিক্রির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর। আনন্দপুর থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেছেন কসবার রাজডাঙা স্কুল রোডেরই এক বাসিন্দা। এফআইআরে নাম রয়েছে আরও ৪ জনের।

অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালের নভেম্বরে। অভিযোগকারীর একটি দোকানের প্রয়োজন ছিল। সেই সুযোগকেই কাজে লাগান সুশান্ত ও তাঁর শাগরেদরা। অভিযোগকারীকে আনন্দপুর রোডের রুবি ক্রসিংয়ের কাছে ফুটপাথে একটি সাত ফুটের দোকান পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। বিশ্বাস অর্জনের জন্য পুরসভার জাল লাইসেন্স দেখানো হয়। বুঝতে না পেরে জালিয়াতির ফাঁদে পড়ে অভিযুক্তদের মোটা টাকা সুশান্তর শাগরেদদের হাতে তুলে দেন অভিযোগকারী। তবে টাকা পাওয়ার পরই ১৮০ ডিগ্রি অবস্থান পরিবর্তন করে তারা। অভিযোগ, যে দোকান দেওয়ার কথা ছিল তার পরিবর্তে ভয় দেখিয়ে জোর করে অন্য একটি চার ফুটের দোকানের চাবি ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই ছোট ঘরটি মূলত রুবি মার্কেট কমিটি অ্যাম্বুল্যান্স রুম হিসেবে ব্যবহার করত। এছাড়াও, এর কোনও সরকারি লাইসেন্সও ছিল না।

এদিকে এই ঘটনায় অভিযোগকারী এতদিন কেন মুখ খুলতে পারেননি সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্টা ভাষায় জানান, কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ ও তার সহযোগীদের ভয়ে মুখে কুলুপ আঁটতে হয়েছিল তাঁকে। তবে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতারিত ব্যবসায়ী আনন্দপুর থানায় যান। দায়ের করেন অভিযোগ।

শ্রীভূমি স্পোর্টিং থেকে উদ্ধার বহু ত্রাণসমাগ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, লেকটাউন: সল্টলেক এলাকায় তিনিই ছিলেন শেষ কথা। সুজিত বসু। প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী। যাঁর দুর্গাপুজো হত বিগ বাজেটের। কিন্তু পালাবদলের পর আমূল বদলে গেছে ছবিটা। কারণ, তিনি এখন পরাজিত বিধায়ক। এরপর পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়ে এখন জেলে। এদিকে এবার দুর্নীতির অভিযোগে সংবাদ শিরোনামে উঠে এল লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব। কারণ, তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব থেকে শুক্রবার মেলে ত্রাণের পাহাড়।

সূত্রে খবর, ওই ক্লাবের একটি ঘর থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী। এখানেই শেষ নয়, গঙ্গাসাগর মেলার জন্য বরাদ্দ উপহারের পাহাড়ও সেখান থেকে পাওয়া গেল। একইসঙ্গে বস্তা বস্তা কম্বল, লুঙ্গি থেকে শুরু করে ছোট বাচ্চাদের পোশাক, ব্যাগ, উনুন, হাঁড়ি, কড়াই, গামলা সবই উদ্ধার হল। এমনকী কলকাতা পুরসভার সরকারি ছাপ মারা বালতিও উদ্ধার হয়েছে। এই ধরনের বহু ত্রাণসামগ্রী শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের ঘরে ছিল বলে অভিযোগ।

এদিকে এই ত্রাণসামগ্রী অনেক গরিব মানুষ পায়নি বলেও অভিযোগ। অন্যদিকে পালাবদলের পর থেকে বহু তৃণমূল বিধায়ক, কাউন্সিলর, নেতার ডেরা থেকে এমন ত্রাণের সম্ভার উদ্ধার হয়েছে। অনেকে জেলেও গিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভও দেখিয়েছেন। একের পর এক তৃণমূল নেতাদের মারা হচ্ছে ডিম, গোবর, পাথর থেকে শুরু করে পচা টমেটো। দুর্নীতির অভিযোগ আসছে ভুরি ভুরি। শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তাই ছিলেন এই সুজিত বসুই। বিধাননগর পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এই শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব। এদিকে বৃহস্পতিবার ত্রাণসামগ্রী মিলেছে অদিতি মুন্সির এলাকার গোডাউন থেকে।

তাছাড়া এদিকে এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা দেবদীপ সিংহরায় বলেন, 'তৃণমূল জমানায় সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর ন্যূনতম সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমজনতা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একটা ত্রিপল বা কম্বল পাননি। তার জন্য হাহাকার করেছেন। আর সরকারি গুদামে না রেখে এই ক্লাবের ঘরে ত্রাণসামগ্রী লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে বেচে টাকা তোলার জন্য। এই গোটা দুর্নীতির নেপথ্যে রয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্ত। আর এই নিতাই দত্তের মাথার ওপর ভরসার হাত ছিল তৎকালীন প্রভাবশালী মন্ত্রী সুজিত বসুর।'

ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য রবিবার চলবে অতিরিক্ত মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা-২০২৪ উপলক্ষে আগামী ১৪ জুন (রবিবার) ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত নিল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। ওই দিন পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ও সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রবিবার সকাল ৮টা থেকেই ব্লু ও গ্রিন লাইনে মেট্রো চালান হবে।

শুক্রবার জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্লু লাইনে রবিবারের নির্ধারিত ১৫২টির পরিবর্তে মোট ১৫৬টি মেট্রো চালানো হবে। এর মধ্যে ৭৮টি আপ এবং ৭৮টি ডাউন লাইনে চলবে। সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত উভয় দিকেই ৩০ মিনিট অন্তর মেট্রো চলবে। তারপর স্বাভাবিক রবিবারের সময়সূচি অনুযায়ী মেট্রো চলাচল করবে। ব্লু লাইনে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৮টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের উদ্দেশে এবং একই সময়ে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশেও একটি মেট্রো চালানো হবে। সাধারণত রবিবার এই পরিষেবা শুরু হয় সকাল ৯টায়।

অপরদিকে, গ্রিন লাইনে মোট ১১২টি মেট্রো চালানো হবে, যেখানে সাধারণ রবিবারে ১০৮টি মেট্রো চলে, এর মধ্যে ৫৬টি আপ এবং ৫৬টি ডাউন লাইনে চলবে। সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ৩০ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে, তারপর স্বাভাবিক সময়সূচি অনুযায়ী মেট্রো চালান হবে।

গ্রিন লাইনে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৮টায় হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের উদ্দেশে। অপরদিকে সেক্টর ফাইভ থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৮টা ২ মিনিটে। সাধারণত রবিবার এই পরিষেবা শুরু হয় সকাল ৯টা ও ৯টা ২ মিনিটে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্লু ও গ্রিন লাইনের শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না।

ইয়েলো লাইনে স্বাভাবিকভাবেই রবিবারের মেট্রো পরিষেবা বজায় থাকবে। তবে ওই দিন পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইনে কোনও মেট্রো চলবে না। ডব্লিউবিসিএস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর যাতায়াত সহজ করতে এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেই জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।

আসন্ন বর্ষায় তিলোত্তমায় জল জমার ছবি বদলাতে নিকাশিতে পদক্ষেপ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে হাজির বর্ষা। আর এই মরশুমে ভারী বৃষ্টিপাতে কলকাতার রাস্তায় জল জমার সেই চেনা ছবিটা আর দেখতে রাজি নয় কলকাতা পুরসভা। এদিকে রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ভেঙে গিয়েছে পুরবোর্ড। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরসভার বর্তমান প্রশাসকের কাছে প্রথম অ্যাসিড টেস্ট নিঃসন্দেহে বর্ষায় তিলোত্তমার বুকে জল জমতে না দেওয়া বা তার জেরে জনজীবন বিপর্যস্ত না হওয়া। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত স্পষ্ট ও কড়া ভাষায় পুরকর্তৃপক্ষকে সুনির্দিষ্ট বার্তা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, বর্ষার মরশুমে শহরের সাধারণ মানুষের নিকাশি বা জল জমা নিয়ে যেন কোনও ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়।

এদিকে সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই উত্তর কলকাতা এবং দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বর্ষাকালীন পরিস্থিতি ও জমা জলের সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করা হবে সে ব্যাপারে পুরসভার নিকাশি ও জঞ্জাল অপসারণ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে দু'-দুবার জরুরি বৈঠক সেরে ফেলেছেন পুর-প্রশাসক। নিকাশি ব্যবস্থার তদারকিতে এই তৎপরতা বজায় রেখে শুক্রবার আবার দক্ষিণ কলকাতার বেহালার শরৎ সদনে পূর্ব ও পশ্চিম বেহালার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বর্ষাকালীন জল জমার আগাম পরিস্থিতি এবং নিকাশি পরিকাঠামো নিয়ে এক বৈঠক করার কথা রয়েছে পুর-প্রশাসকের।

পুরসভা সূত্রে এও জানা গিয়েছে, বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কলকাতার যে সমস্ত নীচু এলাকায় ভারী বৃষ্টি হলেই সবচেয়ে বেশি জল জমার আশঙ্কা থাকে, সেগুলিকে 'ব্ল্যাক স্পট' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে - ঠনঠনিয়া, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট এবং দক্ষিণ ও পূর্ব কলকাতার তপসিয়া, তিলজলা, পার্ক স্ট্রিট, ভবানীপুর, চেতলা, গল্ফ গার্ডেন ও নাকতলা, বেহালার মতো এলাকা। এই চিহ্নিত ব্ল্যাক স্পটগুলিতে জমা জল দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য পুরসভার তরফে আগেভাগেই অতিরিক্ত হাই-পাওয়ার ড্রেনেজ পাম্প রাখার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি, বর্ষায় মশার উপদ্রব ও ডেঙ্গুর প্রকোপ রুখতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত ও ফাঁকা বাড়িগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে তার চারপাশ সাফাই করার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। শহরের প্রধান খালগুলির সঙ্গে ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনগুলির সংযোগ-পথ যাতে পলি বা আবর্জনায় বুজে না যায়, তা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই রাজ্য সেচ দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে সমন্বয় রেখে কাজ শুরু করেছেন পুরসভার নিকাশি বিভাগের আধিকারিকরা। নিকাশি বিভাগের এক শীর্ষ আধিকারিক অত্যন্ত আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, শহরে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার পর রাস্তাঘাট থেকে যাতে রেকর্ড সময়ে দ্রুত জল সরানো যায়, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় কোঅর্ডিনেশন ও ব্লু-প্রিন্ট সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

আলিপুরের জেলা পরিষদের ভবনের আগুনে পুড়ে ছাই চোরাশিকারিদের ডেটাবেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন দ্বীপের বিভিন্ন জায়গার চোরাশিকারিদের ডেটাবেস রাখা হত আলিপুরের জেলা পরিষদের ভবনের তৃতীয় তলে। সঙ্গে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা ছিল বাঘের চামড়া। লকারে ছিল হরিণের শিং। তার পাশেই আরেকটি লকারে ছিল হরিণের চামড়া থেকে কুমিরের দাঁত। সবই উদ্ধার হয়েছিল চোরাশিকারিদের কাছ থেকে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে বন্যপ্রাণী হত্যার দায়ে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদেরও প্রথমে এখানে এনে রাখা হত। তারপর নেওয়া হত আইনি পদক্ষেপ। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় গোপন তল্লাশি চালিয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা জীবন বাজি রেখে উদ্ধার করেছিলেন এই সমস্ত বন্যপ্রাণীর দেহাংশ। সেইমতো আসামিদের গ্রেপ্তার করে কেস সাজানো হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে। আলাদা করে এখানে ছিল একটি ল' সেল। আর এই সমস্ত সাক্ষ্য ও তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই সাজা হত বন্যপ্রাণী হত্যাকারীদের বা জঙ্গল ধ্বংসকারী সমাজবিরোধীদের। কিন্তু কয়েক মিনিটে আগুনের গ্রাসে চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য সমস্ত নথি ও তথ্য প্রমাণ। আর, এতেই মাথায় হাত জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের।

এই প্রসঙ্গে বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানান, 'ছ'টি বাঘের চামড়া। চারটি হরিণের চামড়া এবং বেশ কয়েকটি হরিণের শিংয়ের অংশ এখানে ছিল। ছিল কয়েকটি কুমির ও শূকরের দাঁতের অংশ। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কোথায় কত জমি আছে তার সমস্ত ঐতিহাসিক ম্যাপ যা ব্রিটিশ আমল থেকেই সংরক্ষিত করা ছিল তা সব

শেষ হয়ে গেছে আগুনে পুড়ে। এর সঙ্গে আগুনে পুড়ে গিয়েছে কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র।' চিন্তিত বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ। তিনি বলেন, 'পুরো বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কী কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিসংখ্যান বানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এই ক্ষতি একেবারেই ঐতিহাসিক।'

প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে সাড়ে নটা নাগাদ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আলিপুরের নবপ্রশাসন ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের করাল গ্রাসে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে জেলা পরিষদের একের পর এক অফিস। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই বিল্ডিংয়েই থাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস। এখান থেকেই জেলার সমস্ত রেঞ্জ অফিসগুলি নিয়ন্ত্রিত হত। শুধু তাই নয়, ১৯৭৩ সালে যখন আলাদাভাবে টাইগার প্রোজেক্টকে ঘোষণা করা হয়নি তার আগে থেকেই এই অফিসটি ছিল। ফলে শুধুমাত্র বনদপ্তর নয়, সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পেরও অজস্র নথি এখানে সংরক্ষিত ছিল। বুধবারের ভয়াল আগুনে অবিভক্ত সুন্দরবনের সেই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ সমস্ত কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সই জাল-কাণ্ডে মদন মিত্রের বাড়িতে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সই জাল-কাণ্ডে এবার কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়িতে হানা দিলেন রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকেরা। শুক্রবার মদন মিত্র জানান, 'আমার বাড়িতেও সকাল বেলায় সিআইডি এসেছিল।' এদিন বাড়িতে সিআইডি আসা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে মদন মিত্র জানান, 'আমায় জিজ্ঞেস করেছিল এটা আপনার সই কিনা। আমায় সহযোগিতা করতে বলেছে। নোটিস দিয়েছে।' সঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক এও জানান, তবে তাঁকে এখনও তলব করা হয়নি। সিআইডি শুধু জানিয়ে গিয়েছে, তাঁকে নোটিস দেওয়া হল মাত্র। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা জানান, তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতিতে মমতার সঙ্গে আপাতত গুটিকয়েক যে কয়েকজন নেতা রয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম মদন। তৃণমূল সুপ্রিমোর দীর্ঘদিনের সঙ্গী কামারহাটির বিধায়ক। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মমতার সঙ্গেই তিনি রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর সিআইডি-র নোটিস পাওয়া নিয়ে জল্পনা বাড়ছে।

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর থেকে এমনিতে তৃণমূলের অন্দরে ডামাডোল বাড়ছে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহার নেতৃত্বে তৃণমূলের ৬০ বিধায়ক 'নব তৃণমূল ব্লক' গঠন করেছেন। লোকসভায়ও তৃণমূল সাংসদরা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছেন। রাজ্যসভায় একের পর এক সাংসদ ইস্তফা দিচ্ছেন। এরই মধ্যে বিধায়কদের সই জালকাণ্ডে তদন্তের গতি বাড়িয়েছে সিআইডি। বিধায়কদের সই জাল করে বিধানসভায় জমা দেওয়ার অভিযোগে অভিষেককে একাধিকবার তলব করা হয়েছে। প্রথম তিনবার সিআইডি-র তলবে সাড়া দেননি তিনি।

সম্পাদকীয়

দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের আচার-আচরণও গুরুত্বপূর্ণ

রাজ্যের ক্ষমতায় এসে একের পর যুগান্তকারী পদক্ষেপ করে চলেছে বিজেপি সরকার। এবার আরও একটা বড় কাজে হাত দিতে চলেছে রাজ্য। তা হল নবনির্বাচিত বিধায়কদের প্রশিক্ষণ। নতুন ও পুরনো বিধায়কদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। ঘটনাচক্রে অষ্টাদশ বিধানসভায় ২০০ জনেরও বেশি এমন বিধায়ক রয়েছেন যারা প্রথমবার বিধানসভায় এসেছেন। তাঁদের জন্য বাজেট অধিবেশনের পর দুই দিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে রাজ্যের অভিজ্ঞ ও প্রবীণ বিধায়কদের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের প্রবীণ বিধায়করাও প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট সংসদীয় বিশেষজ্ঞরাও কর্মশালায় অংশ নেবেন। সেখানে বিধায়কদের পরিষদীয় রীতিনীতির পাশাপাশি কিভাবে বিধানসভা চালাতে হয়, বিধানসভায় বিধায়কদের দায়িত্ব কী, কর্তব্যই বা কী, সবই সবিস্তারে বলা হবে। যারা জনসাধারণের জন্য আইন প্রণয়ন করবেন, আইনসভায় তাদের ভূমিকা কীরকম হওয়া উচিত, সেসব নিয়েও অভিজ্ঞরা বক্তব্য রাখবেন, দেবেন প্রয়োজনীয় পরামর্শও। তবে এই পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। এর সঙ্গে আরেকটি বিষয় না জুড়লে গোটা পর্বটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যা এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তাহল, বিধায়ক-সহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সামাজিক আচার-আচরণ ও ব্যবহার। যারা ভোট দিয়ে বিধায়কদের নির্বাচিত করে আইনসভায় পাঠাচ্ছেন তাদের কাছে কী আশা করে মানুষ, সেটা তাদের বুঝতে হবে। সেই মতো চলতে হবে। বিধানসভা চালানো, আইন প্রণয়ন এক জিনিস, আর সামাজিকভাবে একদিন জনপ্রতিনিধির আচার-আচরণ ও ব্যবহার আর এক জিনিস। একটি ভালো ও আদর্শ রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে যা অত্যন্ত দরকার, এমনই মনে করেন সমাজবিজ্ঞানীরা। সাম্প্রতিক কালে এ রাজ্যে বিধায়ক-সহ জনপ্রতিনিধিদের যে ছবি রোজ সামনে আসছে তা একেবারেই অবাঞ্ছিত। তাই দায়িত্ব, কর্তব্যের পাশাপাশি এবার আচার, আচরণ নিয়েও পাঠ দেওয়া

শব্দছক ১৮৭

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. চর্চা ৩. আহ্বান ৫. অবস্থা ৬. বাবা ৮. বাগিচা ১০. অর্থভাণ্ডার ১২. সদ্য জন্মানো ১৪. পুরুষ ১৫. দাম ১৬. সুন্দর ঠান্ডা ১৮. বিষয়-ফর্দ ১৯. ভাদ্রের ফল ২০. লক্ষ্মীদেবী ২২. তাম্বুল ২৩. ঝোলা ২৪. লোভের বশবর্তী

ওপর-নিচ: ১. আকাঙ্খা ২. অধোগমন ৪. ললাট ৫. নিষ্পেষণ ৭. যার পতন আছে ৮. বাজার স্থিরিকৃত দাম ৯. মৃত ১১. ক্ষান্ত ১৩. মুখমণ্ডল ১৬. সূতিকা ১৭. লগ্ন-র কাব্যরূপ ১৮ বৈমাত্রেয় ২১. মাল্য ২২. খানা-পাত্র

সমাধান ১৮৬ — পাশাপাশি: ১. কালা ৩. অচেনা ৬. জমানো ৮. দক্ষ ৯. নোঙর ১০. আকর ১২. শক্ত ১৩. কানা ১৪. চনমনে ১৬. রশনা ১৮. ফাঁস ১৯. নজর ২১. কালীয় ২২. বাতি

ওপর-নিচ: ১. কাজল ২. লামা ৪. চেল্লানো ৫. পক্ষ ৭. নোলক ৮. দরশনে ১০. আনারস ১১. রচনাশৈলী ১৫. মলিন ১৭. ভরতি ১৮. ফাঁকা ২০. জবা

আজকের দিন

■ **১৯৯০** — পাঞ্জাব সরকার অপারেশন ব্লু স্টারে বাজেয়াপ্ত করা সোনা ও মূল্যবান সামগ্রী ফেরত দেয়।

■ **১৯৯৭** — দিল্লির গ্রিন পার্কের উপহার সিনেমায় ' বর্ডার' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটে ।

■ **১৯৯৯** — কারগিল যুদ্ধে ভারত দ্রাস সেক্টরের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ টোলোলিং শৃঙ্গটি সফলভাবে দখল করে।

জন্মদিন

১৯০৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ইএমএস নামবুদ্রিপাদের জন্মদিন।*

১৯৬৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পীযূষ গয়ালের জন্মদিন।*

১৯৯৩ *বিশিষ্ট মহিলা তিরন্দাজ দীপিকা কুমারীর জন্মদিন।*

পীযুষ গয়াল

পশ্চিমবঙ্গ দিবস

২০ জুন এবার এক স্মরণীয় দিন

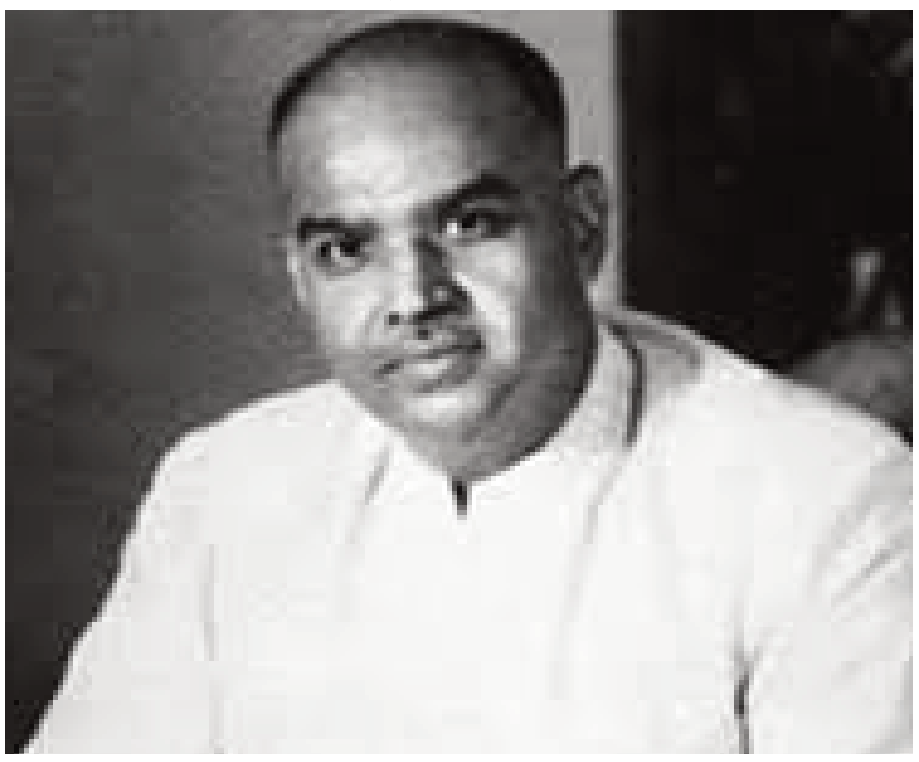

অশোক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি গঠন করেছে সরকার। তাই এ বার 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালিত হবে মহাসমারোহে। জানা গিয়েছে, ওই দিন কলকাতায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সব জেলার সদর দফতরে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই দিবস উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জেলাশাসককে চেয়ারপার্সন করে একটি কমিটি তৈরি করতে হবে। সেখানে পুলিশ সুপার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জেলা স্কুল পরিদর্শকেরা থাকবেন সদস্য হিসাবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী এবং আলোচনাসভার মাধ্যমে রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং পরম্পরা তুলে ধরা হবে। পাশাপশি বাংলা ভাগের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতনতা করাও এই অনুষ্ঠানের উদ্যেশ্য বলে জানানো হয়েছে। গত ৪ জুন সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বলেই আজ ভারতের সঙ্গে বাংলা। না হলে বাংলাদেশের মতো ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেত।' তাঁর কথায়, ১৯৪৭ সালে বাংলার এই বিধানসভাতেই (আগে-আইনসভা) অন্তর্ভুক্তির জন্য রেজুলেশন নিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় ৫৮ জন তাঁকে সমর্থন করেছিলেন।

''শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে আমরা বাংলাদেশের মতো ইসলামিক একটা দেশে যুক্ত হয়ে যেতাম।'' বঙ্গ বিধানসভার এতিহ্যের কথা তুলে সম্প্রতি এভাবেই শ্যামাপ্রসাদের অবদানের কথা তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বামপন্থীরা দীর্ঘকাল ধরে নানা ভাবে শ্যামাপ্রসাদকে 'খলনায়ক' বলে সঙ্গবদ্ধ প্রচার চালিয়ে এসেছেন।

তুলনায় কম হলেও তাঁর অবদানের সপক্ষে সরব হয়েছেন জাতীয়তাবাদী লেখক-গবেষকরা। তথাগত রায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ওপর বাংলা ও ইংরেজিতে 'দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি' এবং 'ভারতকেশরী যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ'-এর মতো প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন। এরকম কলম ধরেছেন আরও কিছু বিদগ্ধ লেখক। দেরিতে হলেও সেই চর্চা এখন রীতিমতো বেগবান। তারই ফলশ্রুতি এবারের ২০ জুন।

দেশভাগের ইতিহাস প্রায় ৭৯ বছরের। ১৯৪৭-এর অখণ্ড বাংলার বিধানসভায় বাংলা ভাগের বিল পাশ হওয়ার দিনটিকেই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসাবে পালন করা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এ বার সাড়ম্বরে সুটি উদ্‌যাপনের নির্দেশিকা জারি হয়েছে নবান্নের তরফে। স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের ইতিহাস সচেতন করে তোলাই এর উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়েছে।

'ওপারে যে বাংলাদেশ এপারেও সেই বাংলা', লিখেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তবু, 'মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে' পাহারা। বাঙালির এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম দেশভাগের সত্যকে যাপন করে চলেছে। একই আকাশ, মাটি, নদীর বুক চিরে বসানো হয়েছে কাঁটাতার। সে যন্ত্রণার কাঁটা আজও বাঙালির বুকে বিঁধে রয়েছে।

ইতিহাসে বাংলা মূলত দু'বার বিভক্ত হয়েছিল ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ আমলে লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' এবং ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের সময় বাংলা বিভাজন। ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও আসাম নিয়ে গঠিত হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'। এর প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯১১ সালে এই বিভাজন বাতিল করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাকে পুনরায় দুটি অংশে ভাগ করা হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি রাজ্য হিসেবে যুক্ত হয়। বাংলা ভাগের সীমানা নির্ধারণের জন্য গঠিত 'রেডক্লিফ কমিশন'-এর নকশা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট রেডক্লিফ লাইন কার্যকর হয়।

ভারত বিভাজনের প্রাক্কালে, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলা অখণ্ড থাকবে নাকি বিভক্ত হবে, তা নির্ধারণ করার জন্য বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্যরা ভোটাভুটিতে অংশ নেন।

প্রথমে যৌথ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়, যদি বাংলা পাকিস্তানের গণপরিষদে যোগ দেয়, তবে এটি অবিভক্ত থাকবে। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের আইনপ্রণেতাদের পৃথক সভায় ৫৮-২১ ভোটে প্রদেশটি বিভক্ত করার এবং পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে রায় দেওয়া হয়। পূর্ব বাংলার আইনপ্রণেতাদের সভায় ১০৬-৩৫ ভোটে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তটি অনুমোদিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ও শ্যামাপ্রসাদ

বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে কেন ঘুরেফিরে আসে শ্যামাপ্রসাদের কথা? কেন তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যতম রূপকার হিসেবে গণ্য করা হয়?১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একটি স্বাধীন 'বৃহৎ বাংলা' গঠনের প্রস্তাব দেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেন।

শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিম লিগ শাসিত অবিভক্ত বাংলায় হিন্দুদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব চরম বিপন্ন হবে। তাই তিনি হিন্দুদের জন্য একটি আলাদা আবাসভূমি হিসেবে বাংলা ভাগের দাবি তোলেন। তাঁর নেতৃত্বেই হিন্দু মহাসভা বাংলা ভাগের দাবিতে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলে। বাংলা ভাগের পক্ষে জনমত গঠনের পাশাপাশি তিনি কংগ্রেস নেতাদের একাংশকেও তাঁর দাবির পক্ষে নিয়ে আসেন।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির ভোটাভুটিতে বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিরা আলাদা প্রদেশ গঠনের পক্ষে রায় দেন। এর ফলে রেডক্লিফ লাইনের মাধ্যমে বাংলা বিভক্ত হয়, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই ঐতিহাসিক অবদানের কারণে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যতম রূপকার হিসেবে গণ্য করা হয়।

বর্ষীয়ান সাংবাদিক মিহির গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ধারাবাহিক 'পশ্চিমবঙ্গের জন্মবৃত্তান্ত'-র ৩০-তম সংখ্যায় ('পালে হাওয়া') লিখেছেন, ত্বাংলাকে পাকিস্তানে ঢোকাতে মুসলিম লিগ জঙ্গীপনা বাড়ছিল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলা ভাগ করার জন্য হিন্দুরাও চাপ বাড়াচ্ছিল। জিন্না যতই গোঁয়ার্তুমি এবং বর্বর গুন্ডামিতে উস্কানি দিন, হিন্দুরা তাদের দাবি থেকে পিছু হটেনি। বরং বাংলা ভাগ করার জন তাদের সঙ্কল্প দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল হিন্দুদের দুটি বিশাল গণ সমাবেশে। দুটি সমাবেশের উদ্যোক্তাদের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে আতিথ্য দিয়েছিল হুগলি জেলা। গ্রামীণ শৈব মহাতীর্থ তারকেশ্বরে প্রথম সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সমাবেশটি হয় শ্রীরামপুরে।দ

মিহিরদা লিখেছেন, 'কী ঘটেছিল তারকেশ্বরে? এপ্রিল, ১৯৪৭, তারকেশ্বর।

মাসের গোড়ার দিকে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল যাতে বোঝা যাচ্ছিল, বাংলার হিন্দুদের নিজস্ব বাসভূমির দাবির পাল ঝোড়ো হাওয়ায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ঝড়ের কেন্দ্র ছিল তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক সম্মেলন। স্বাধীন ভারতে বাংলার হিন্দুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কী ভাবে সম্ভব? সেটাই ছিল ওই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়।

সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ব্যাপক আয়োজন। জাঁকজমকপূর্ণ মহা সমারোহ। প্রদেশের নানা কেন্দ্র থেকে হিন্দুরা পায়ে হেঁটে, বাসে, ট্রেনে তারকেশ্বরমুখী। ভিড় সামাল দিতে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে।

হিন্দু মহাসভার নির্বাহী সভাপতি এন সি চ্যাটার্জি ট্রেনে করে তারকেশ্বর এসেছিলেন। সেখানে তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হয়। কিশোরী ও পুর নারীরা শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনী দিয়ে এবং পুষ্পবর্ষন করে তাঁকে স্বাগত জানান। তাঁকে পথ দেখিয়ে স্টেশনের বাইরে এনেছিলেন শ্যামাপ্রসাদবাবু। একটি সুসজ্জিত হাতিতে নির্মলবাবুকে চাপিয়ে সম্মেলন মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সম্মেলনে হিন্দুদের স্বাধীন বাসভূমির দাবির পক্ষে শ্যামাপ্রসাদবাবু এবং নির্মলবাবু যুক্তিপূর্ণ ও জোরাল ভাষণ দেন। তাঁরা ছাড়া আর যাঁরা বক্তব্য রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের কথা সামান্য উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে সম্মেলনের মেজাজটা সপ্তমে বাঁধা ছিল। প্রথমেই সূর্যকুমার বসু। তিনি জানিয়েছিলেন, পূর্ববঙ্গেই তাদের ঘরবাড়ি, পরিবারের সব কিছু। তাঁরা ঢাকায় বাস করেন। তাই বাংলা ভাগ হলে তাঁদের মতো হাজার হাজার পরিবারের যে অবর্ণনীয় ক্ষতি হবে তা তিনি কল্পনা করতে পারছেন। তবুও তিনি সচেতনভাবে এবং কারও উস্কানি ছাড়াই বাংলা ভাগ চাইছেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পারছেন, বাংল অখন্ড থাকলে ওপার বাংলার হিন্দুদের বংশ পরম্পরায় দাসত্ব করতে হবে। ইসলামের হঁড়িকাঠে হিন্দুত্বকে বলি দিতে হবে। তেমন যাতে না হয় তাই পূর্ববঙ্গবাসী হয়েও তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সমর্থন করছেন।

দ্বিতীয় যে বক্তার কথা বলা হবে তাঁর সঙ্গে আপনাদের আগে পরিচয় হয়েছে। তাঁর নাম মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি। তিনি বলেছিলেন, জিন্না ভারতকে ভাঙতে চান। তার পাল্টা তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করা। ... তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত নেননি। মানবিক দৃষ্টিতে বিচার করে বাংলা ভাগ চাইছেন। সম্মেলনে বাংলা ভাগের দাবিতে এবং (মুসলিম) লিগ মন্ত্রীত্বের সাম্প্রদায়িক নীতির নিন্দা করে সর্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।'

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদ্যোগে ২০২৩ থেকে বিভিন্ন রাজ্যের রাজভবন (অধুনা লোকভবন) থেকে এই দিনটি পালন করা হয়। যদিও সে সময় এই দিনটি পালনের বিরোধিতা করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তে তিনি ১ বৈশাখ, অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল 'বাংলা দিবস' পালন করতে শুরু করেছিলেন। ২০২৬ বিধানসভা ভোটে বদলেছে ক্ষমতার সমীকরণ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি গঠন করেছে সরকার। তাই এ বার 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালিত হবে মহাসমারোহে। জানা গিয়েছে, ওই দিন কলকাতায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সব জেলার সদর দফতরে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই দিবস উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জেলাশাসককে চেয়ারপার্সন করে একটি কমিটি তৈরি করতে হবে। সেখানে পুলিশ সুপার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জেলা স্কুল পরিদর্শকেরা থাকবেন সদস্য হিসাবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী এবং আলোচনাসভার মাধ্যমে রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং পরম্পরা তুলে ধরা হবে। পাশাপশি বাংলা ভাগের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতনতা করাও এই অনুষ্ঠানের উদ্যেশ্য বলে জানানো হয়েছে।

গত ৪ জুন সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বলেই আজ ভারতের সঙ্গে বাংলা। না হলে বাংলাদেশের মতো ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেত।' তাঁর কথায়, ১৯৪৭ সালে বাংলার এই বিধানসভাতেই (আগে-আইনসভা) অন্তর্ভুক্তির জন্য রেজুলেশন নিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় ৫৮ জন তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, আমরা তো হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে কেন যাব। আর এভাবেই তিনি আমাদের বাঁচিয়েছিলেন, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর।

কোট-জানকোট

১৯৯৮ সালে দল তৈরি হওয়ার পর আমরা সাতটি আসন জিতেছিলাম। তখন কোনও জ্ঞানীমুনি ছিল না। উপযুক্ত সম্মান না পেলে দলে থাকব না।

অনুব্রত মণ্ডল, নেতা, তৃণমূল কংগ্রেস

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দেগঙ্গার 'শাহজাহান' রবিউলের কীর্তি ফাঁস

মহিলাদের ডাকতেন মাছভাজার জন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: এবার দেগঙ্গার শেখ শাহজাহান তথা তৃণমূল নেতা রবিউল ইসলাম বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ! স্থানীয় মানুষের দাবি, 'মাছ ভাজার নাম করে তার বিলাসবহুল বাগান বাড়িতে জোর করে মহিলাদের নিয়ে অত্যাচার চালানো হত। রাজ্যে নতুন সরকার আসতেই 'ভয় আউট, ভরসা ইন' হতেই এলাকার মানুষ মুখ খুলতে শুরু করাতেই প্রকাশ্যে আসছে রবিউল ইসলামের একের পর এক কীর্তি। তৃণমূল নেতা তথা দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলামের কীর্তি প্রকাশ্যে আসতেই তুলনা শুরু হয়েছে সন্দেশখালির ত্রাস শেখ শাহজাহানের সঙ্গে। শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাতের অন্ধকারে তার পছন্দের মহিলাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ডেরায় পিঠে বানাতে যেতে হত। কারও প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না। এবার দেগঙ্গা মিলেলো আর এক শাহজাহান। যার নাম রবিউল ইসলাম। সে রাতের অন্ধকারে মহিলাদের মাছ ভাজার জন্য জোর করে নিয়ে যেতেন বলে অভিযোগ। কখনও বাইরের মহিলা আবার কখনও এলাকায় তার নজরে পড়া মহিলাদের জোর করে নিয়ে যাওয়া হত তার বিলাসবহুল বাগান বাড়িতে। সেখানে সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে মদ ও মহিলাদের নিয়ে আসর বসানো হত বলে অভিযোগ।

কিন্তু কে এই রবিউল ইসলাম? দেগঙ্গা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসিয়া এলাকার বাসিন্দা, সিপিএম-এর হয়ে রাজনীতি করতো। বাবা কৃষক সভার সদস্য ছিলেন। ২০০৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান রবিউলের। ওই বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেগঙ্গা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম সভায় জয়ী হন। ২০১৩, ২০১৮ এবং ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে নির্বাচিত হন। ২০২৩ সালে দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির ভূমির কর্মাধ্যক্ষ হন। প্রথমে তৎকালীন তৃণমূল নেতা বর্তমানে আইএসএফ নেতা মফিজুল হক শাহাজী ওরফে মিন্টু শাহাজী ঘনিষ্ঠ পরে হাড়োয়ার প্রাক্তন বিধায়ক শেখ রবিউল ইসলাম ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে দেগঙ্গার রবিউল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসায়, বিরোধীদের বাড়ি, হামলা, ভাঙচুর এবং জরিমানা নেওয়া। গত পনের বছর ধরে তৃণমূলের রাজত্বে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা রবিউল ইসলাম। ২০২১ সালে বিরোধী বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা কর্মীদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, মেছো ভেড়ি লুটপাট এবং প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়ের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। প্রথম জীবনে দীনমজুরের কাজ করলেও, তৃণমূল জামানায় চাষের জমির মাটি বিক্রির মাফিয়া হয়ে ওঠে। তৈরি করেন বিশাল সাম্রাজ্য। দেগঙ্গাতে তিনটি বিলাসবহুল বাড়ি। ১০০ বিঘা জমির উপর বিলাসবহুল বাগান বাড়ি সবই তার দুর্নীতির প্রমান। সরকার বদলের পর বাংলাদেশে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পরার পর বর্তমানে পুলিশ হেপাজতে দেগঙ্গার ত্রাস রবিউল ইসলাম।

রথীন ঘোষের গড়ে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ বর্তমান খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের গড়ে রেশন দুর্নীতির অভিযোগে বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার হানা। মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ আধিকারিককে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা মন্ত্রীর। বললেন, উনি তৃণমূল জামানাকে ভুলতে পারছেন না। আগে কোনও গোপন খবর দিলে তা বাইরে বেরিয়ে যেত, এখনও তাই করছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা কোন দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেব না। মনে রাখবেন এটা শুভেন্দু অধিকারীর সরকার আর মাথার উপর আছেন নরেন্দ্র মোদী।'

মন্ত্রীর কথায়, বৃহস্পতিবার রাতে তার কাছে একটি খবর আসে, রাতের অন্ধকারে গোডাউন থেকে গম পাচার হয়ে যাওয়ার। অভিযোগ পেয়ে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া শুক্রবার সকালে নিজে খতিয়ে দেখেন মধ্যমগ্রামের গোডাউনে পৌঁছন। তদন্তে অনেকগুলো গরমিল দেখতে পেয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত গোডাউন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয় এই গোডাউনের ভেতরে ৫০ টিরও বেশি কমার্শিয়াল গ্যাস সিলিন্ডার ও ডোমেস্টিক সিলিন্ডার রয়েছে সেগুলো কেন রাখা রয়েছে সে নিয়েও যথার্থ উত্তর মন্ত্রীকে দিতে পারেননি কর্তৃপক্ষ। সে বিষয়েও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। জানা গেছে, মধ্যমগ্রাম এফসিআই গোডাউন থেকে ৯ ট্রাক গম বেরিয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশে পাচারের জন্য। গতকাল রাতে খাদ্য দপ্তর থেকে সেই ট্রাক আটকে দেওয়া হয়। পুর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সকালেই ঘটনাস্থলে আসেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। তিনি জানান, ৫৩০০ কুইন্টাল গম গত মাসের হিসাব অনুযায়ী ৫২০০ কুইন্টাল বেরিয়ে যাওয়ার কথা। ১০০ কুইন্টাল থাকার কথা। এমত পরিস্থিতিতে ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে এদিনের তদন্তের কথা জানানো হয়। তারপরই গতকাল রাতে ট্রাক গুলো ধরা হয়। কুইন্টাল কুইন্টাল গম বেরিয়ে যাচ্ছিল। যাতে এনকোয়ারিতে এসে ১০০ কুইন্টালে দেখা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই গম কোথা থেকে এ? ডেলিভারি না করে নিজেরা কেন রেখে দিয়েছিল? এরপরেও দুটি ট্রাক আইসিডিএস-এর নামে বেরিয়ে গেছে। যেটা মধ্যমগ্রাম থানার আইসিডিএস-এর নামে চাল, তেল ছেড়ে দিয়েছেন মধ্যমগ্রাম থানার আইসি। তাঁর অনুমতি ছাড়া বা তাঁর আসার আগেই কেন সেই গাড়িগুলিকে ছাড়া হল এই অভিযোগে মন্ত্রী তাকে ভর্ৎসনা করে ওই ট্রাক রিটার্ন নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন। খাদ্যমন্ত্রীর এই তৎপরতায় খুশি সাধারণ মানুষ।

পাণ্ডবেশ্বরে জোড়া অভিযান, ধৃত তৃণমূল নেতা-সহ বালি মাফিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ডিমান্ডের এরকম ব্যবহার আগে দেখেনি পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ। পাণ্ডবেশ্বরে পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে গ্রেপ্তার হলেন একদিকে তৃণমূলের এক প্রভাবশালী স্থানীয় নেতা, অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত এক বালি মাফিয়া। পুলিশের এই জোড়া পদক্ষেপ ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০২ সালের একটি পুরনো মামলায় জারি থাকা গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতে অভিযুক্ত বালিমাফিয়া যুধিষ্ঠির ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি পুলিশের নজরে ছিলেন বলে সূত্রের দাবি। অন্যদিকে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় সন্ত্রাস, হুমকি এবং বোমাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা পেশায় স্কুল শিক্ষক নিতাই (নিতু) অধিকারীকে। তিনি এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা নরেন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ শ্যামলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিতাই অধিকারীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনী পরিবেশে অশান্তি সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত তাঁর বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পরপর এই দুই গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে পাণ্ডবেশ্বরের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীরা প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও শাসকদলের একাংশ বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত অভিযোগের তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজনে আরও আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

অজয়-দামোদরের বালি সাম্রাজ্যের 'কিংপিন' যুধিষ্ঠির ঘোষ গ্রেপ্তার

আদালতে তোলার পথে জনতার বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: অজয় ও দামোদর দুই নদী অববাহিকাজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা অবৈধ বালি কারবারের অন্যতম 'কিংপিন' হিসেবে পরিচিত যুধিষ্ঠির ঘোষকে গ্রেপ্তার করল পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। ২০০২ সালের একটি পুরনো মামলার ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুধিষ্ঠির ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় অজয় নদীর ঘাট থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন ও পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বামফ্রন্ট আমল থেকে শুরু করে তৃণমূল সরকারের সময়কালেও তার প্রভাব বিস্তার ছিল বলে অভিযোগ। অবৈধ বালি ও কয়লা কারবারকে কেন্দ্র করে একাধিকবার সে সিআইডি, ইডি এবং সিবিআইয়ের নজরেও আসে। তবুও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের অবসান ঘটেনি।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই অবৈধ বালি ও কয়লা কারবারের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর অবস্থান নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিশেষ অভিযান। উল্লেখযোগ্যভাবে, নির্বাচনী প্রচারের সময় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা তৎকালীন বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী জামুড়িয়া ও পাণ্ডবেশ্বরের সভা থেকে যুধিষ্ঠির ঘোষের নাম উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যেই অবশেষে ২০০২ সালের একটি মামলার ওয়ারেন্ট কার্যকর করে যুধিষ্ঠির ঘোষকে গ্রেফতার করল পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। শুক্রবার তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় থানার সামনে জনতার বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনী। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই তাকে আদালতের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। এই গ্রেপ্তারিকে ঘিরে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপ অবৈধ বালি কারবারের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আরও বড়সড় অভিযানের ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশ।

সন্দেশখালিতে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি-সহ গ্রেপ্তার আরও এক। ধৃতের নাম আনিসুর গাজী। তাকে সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার হুলোপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই সন্দেশখালির বিভিন্ন জায়গা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। কখনও পুকুর থেকে আবার কখনও মাছেরভেড়ি থেকে। গত ৭ দিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৬ জনকে। এরপর আবারও বৃহস্পতিবার রাতে বসিরহাট পুলিশ জেলার স্পেশ্যাল পুলিশ ফোর্স গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আনিসুর গাজীকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও ১১ রাউন্ড গুলি। শুক্রবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন।

ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় গ্রেপ্তার সিউড়ি পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পিঙ্কি দাসের স্বামী পবিত্র দাস। শুক্রবার পবিত্র দাসকে আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সোসাইটি
৪২, শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, ফোন – ৮৪৭৯০৮৮৮৯৯
দ্বারা আয়োজিত
বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অস্ত্রোপচার শিবির
আগামী ২১.০৬.২০২৬, রবিবার সকাল ৮.৩০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত উপরোক্ত মন্দিরে এম.পি. বিড়লা আই ক্লিনিক-এর (বেল ভিউ নার্সিং হোম-এর একটি ইউনিট) মেডিকেল টিম দ্বারা পরিচালিত হবে। যাঁরা আগ্রহী তাঁরা মন্দিরের গ্রাউন্ড ফ্লোর কার্যালয়ে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৪.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টার মধ্যে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করান। অপারেশন এম.পি. বিড়লা আই ক্লিনিকে সম্পন্ন হবে। রোগীদের ইন্ট্রাওকুলার লেন্স, ওষুধ, কালো চশমা এবং পুনরায় চেক-আপ প্রদান করা হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় পরিচয়ের প্রমাণের জেরক্স কপি আবশ্যিক।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৯৮০৮/২২৪৮ ৮১৭৩, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩
ইমেইল: jaibalaji@jaibalajigroup.com
ওয়েবসাইট: www.jaibalajigroup.com

ভৌত শেয়ার স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো
সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ভৌত শেয়ার স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য আরেকটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে, যা এক বছরের জন্য, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা হয়েছে, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি বা কেনা ভৌত শেয়ার স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য প্রযোজ্য।
এই বিশেষ উইন্ডোটি সেইসব স্থানান্তর অনুরোধের জন্যও উপলব্ধ থাকবে যা আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথি/প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া/পরিপূরণ করা হয়নি।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাদের অনুরোধগুলি প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১-এর কাছে contact@mdplcorporate.com/compliance@mdplcorporate.com ঠিকানায় জমা দিতে পারেন। যোগাযোগ নম্বর ০৩৩ ২২৪৮২২৪৮, ২২৪৩৫০২৯ অথবা কোম্পানির ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, যোগাযোগ- ২২৪৮৯৮০৮/২২৪৩৫০২৯, ই-মেইল- jaibalaji@jaibalajigroup.com ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে পারেন।
এই সময়ের মধ্যে, স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তরকারীর কাছে জমা করা হবে, শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে, যখন আরটিএ সমস্ত নথিপত্র যথাযথভাবে সনাক্ত করবে এবং হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরণের সিকিউরিটিগুলি স্থানান্তরিত/লিয়েন-মার্ক/অংশগ্রহণ করা হবে না।
অতএব, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা যথাযথভাবে সম্পাদিত হস্তান্তর দলিলগুলি এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র, সর্বোপরি সম্পূর্ণ, কোম্পানির আরটিএ-তে জমা বা পুনর্দাখিল করতে পারেন।
জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম নং : এফ৬২৮৫
তারিখ : ১২.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড
CIN : L15520WB1960PLC024710
নিবন্ধিত কার্যালয়- 'অ্যাল্প কোর্ট', ৩য় ফ্লোর, ২২৫সি, এ. জে. সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন- (০৩৩) ২২৮১-৭০০১, **ওয়েবসাইট-** www.obl.org.in **ইমেইল-** cs@obl.org.in
এতদ্বারা সংশোধিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬-এর রুল ৬(৩)(এ)-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১২৪(৬) অনুসারে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির যে সমস্ত ইক্যুইটি শেয়ারের বিপরীতে পর পর সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে লভ্যাংশ দাবিহীন বা অপরিশোধিত রয়েছে, সেই সমস্ত শেয়ার কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১২৫(১) অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার [illegible]
ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড-এর পক্ষে
জিতুত প্রসাদ
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান- কলকাতা
তারিখ- ১২ জুন, ২০২৬

লা ওপালা আরজি লিমিটেড
CIN : L26101WB1987PLC042512
নিবন্ধিত কার্যালয়- ইকো সেন্টার, ৮ম ফ্লোর, ইএম-৪, সেক্টর-৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন নং- +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেইল- info@laopala.in, ওয়েব- www.laopala.in

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রটেকশন ফান্ড ('আইইপিএফ') কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সময়ে সময়ে সংশোধিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ('আইইপিএফ রুলস')-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট')-এর সেকশন ১২৪(৬)-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি সেই সমস্ত ইক্যুইটি শেয়ারগুলি, যেগুলির উপর লভ্যাংশ পর পর ৭ (সাত) বছর ধরে অপ্রদেয়/দাবিহীন রয়েছে, হস্তান্তরের নির্ধারিত তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রটেকশন ফান্ড ('আইইপিএফ') কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করবে।
উপরোক্ত আইন এবং আইইপিএফ রুলস-এর অধীনে নির্ধারিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরে যথাযথ ব্যবস্থার জন্য আইইপিএফ-এ হস্তান্তরের যোগ্য, কোম্পানি ১০ জুন, ২০২৬ তারিখে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে সেই সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় ব্যক্তিগত বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে, যাতে তারা ৩১ আগস্ট, ২০২৬-এর মধ্যে তাদের লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন।
অধিকন্তু আইইপিএফ রুলস-এর রুল ৬(৩)(এ) অনুসারে, কোম্পানি এমন শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা আপলোড করেছে যারা পর পর সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ নগদায়ন করেননি এবং তাই যাদের শেয়ার আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরের যোগ্য; শেয়ারহোল্ডারদের তথ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই তালিকা কোম্পানির ওয়েবসাইট- **www.laopala.in**-এর ইনভেস্টর বিভাগে উপলব্ধ রয়েছে।
শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ২০১৮-১৯ আর্থিক বছর এবং তৎপরবর্তী বছরগুলোর দাবিহীন লভ্যাংশের পরিমাণ এবং শেয়ার দাবি করার জন্য উপরোক্ত যোগাযোগের উল্লেখ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে প্রেরণ করুন। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, যদি শেয়ারহোল্ডারগণ ৩১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে উপরোক্ত দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করতে ব্যর্থ হন, তবে উক্ত আইইপিএফ রুলস-এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কোম্পানি কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নির্ধারিত তারিখে শেয়ারহোল্ডারের নামে নিবন্ধিত কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে নোট করবেন যে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত দাবিহীন লভ্যাংশ এবং আনুষঙ্গিক শেয়ার উভয়ই (উক্ত শেয়ারের উপর অর্জিত সমস্ত সুবিধাসহ, যদি থাকে) আইইপিএফ রুলস-এ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুনরায় দাবি করা যেতে পারে। এর জন্য আইইপিএফ রুলস-এর অধীনে নির্ধারিত ফর্ম আইইপিএফ-৫ -এ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি পৃথক আবেদন করতে হবে এবং এটি সমস্ত বিবরণ সহ আইইপিএফ ওয়েবসাইট- **www.iepf.gov.in**-এ উপলব্ধ।
ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে যাদের শেয়ার হস্তান্তরের যোগ্য, সেই সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা নোট করতে পারেন যে কোম্পানি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে শেয়ারহোল্ডার(দের) দ্বারা ধারণকৃত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি)-এর পরিবর্তে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি করবে এবং তা জারি করার পর, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং হস্তান্তরযোগ্য নয় বলে গণ্য হবে। অধিকন্তু, ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে যাদের শেয়ার হস্তান্তরের যোগ্য, সেই সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা নোট করতে পারেন যে উপরোক্ত আইইপিএফ রুলস অনুসারে, কোম্পানি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের নির্দেশিকা জারি করবে।
শেয়ারহোল্ডাররা আরও নোট করতে পারেন যে, কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিবরণগুলিকে কোম্পানির দ্বারা ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি করার এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের নির্দেশিকা জারি করার জন্য পর্যাপ্ত বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য করা হবে।
কোনো দাবি বা প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে কোম্পানির আরটিএ, মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে যোগাযোগ করুন, ঠিকানা- ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন- +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮/২২৪৩ ৫০২৯ অথবা ইমেইল- **contact@mdplcorporate.com**।
লা ওপালা আরজি লিমিটেড এর
পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও অনুমতিক্রমে
স্বা/-
জিৎ রায় চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ১২ জুন, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
CIN : L46620WB2024PLC268366
নিবন্ধিত কার্যালয়- গোদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ৯ম ফ্লোর, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক - ইপি ও জিপি, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৯১
টেলিফোন- (০৩৩)-৪৬০৪ ১০৬৬, ইমেইল- cs@ganeshinfra.com
ওয়েবসাইট- www.ganeshinfra.com

বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেডের সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভার (ইজিএম) বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী

আমরা গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ('কোম্পানি') সকল সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি ৬ জুন, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির দিকে, যা বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৪.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা ('ইজিএম') আহ্বানের জন্য জারি করা হয়েছিল। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর বিধানাবলী যথাযথভাবে মেনে, ইজিএম বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে ৮ জুন, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির সকল সদস্যদের কাছে প্রেরণ/ইমেইল করা হয়েছে। সদস্যরা অবগত আছেন যে, ইজিএম-এ প্রস্তাবিত সকল রেজোলিউশনের ওপর কোম্পানি তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। যাইহোক, সদস্যরা যাতে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে অথবা ইজিএম-এ ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক হয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে কোম্পানি ইজিএম বিজ্ঞপ্তির এই সংশোধনীর ("সংশোধনী") মাধ্যমে নিচে উল্লেখিত সর্বশেষ বাস্তব পরিস্থিতি কোম্পানির সদস্যদের নজরে আনা সমীচীন বলে মনে করছে।
ইজিএম বিজ্ঞপ্তি জারির পর, কোম্পানি ইজিএম বিজ্ঞপ্তিতে থাকা প্রেফারেনশিয়াল অ্যালটমেন্ট ভিত্তিতে ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য কনভার্টিবল ওয়ারেন্ট ইস্যু সংক্রান্ত, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০২ অনুসারে জারি করা ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির ১ নং আইটেমের অধীনে কিছু ত্রুটি/অনুপস্থিত তথ্য খুঁজে পেয়েছে। তদনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের কাছে এই সংশোধনীটি জারি করা হচ্ছে। এই সংশোধনীটি ৬ জুন, ২০২৬ তারিখের ইজিএম বিজ্ঞপ্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা ইজিএম বিজ্ঞপ্তির সাথে একত্রে পড়তে হবে।
সংশোধনীগুলি নিচে দেওয়া হলো-
১. **ইজিএম বিজ্ঞপ্তির ৫ পৃষ্ঠায় থাকা মেসার্স পবনকুমার সানওয়ারিয়া রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেডের আল্টিমেট বেনিফিশিয়াল ওনার্স ('ইউবিও') সংক্রান্ত প্রকাশটি এতদ্বারা সংশোধন করা হলো এবং তা নিম্নলিখিতরূপে পড়তে হবে-**
পৃষ্ঠা ৫-এ
৬. প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের পরিচয়, যারা প্রস্তাবিত ইক্যুইটি শেয়ারের চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মালিক এবং/অথবা যারা চূড়ান্তভাবে প্রস্তাবিত বরাদ্দগ্রহীতাদের নিয়ন্ত্রণ করেন-

ক্র. নং	প্রস্তাবিত বরাদ্দগ্রহীতার নাম	শেয়ার ওয়ারেন্টের প্রস্তাবিত বরাদ্দগ্রহীতার সুবিধাভোগী মালিকদের নাম
১.	মেসার্স পবনকুমার সানওয়ারিয়া রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড	১. শ্রী বিকাশ পবনকুমার ২. শ্রীমতি রিতা পবনকুমার ৩. মেসার্স ম্যাক ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড* ক. শ্রী বিকাশ পবনকুমার খ. শ্রীমতি রিতা পবনকুমার

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে মেসার্স ম্যাক ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মালিক হলেন শ্রী বিকাশ পবনকুমার এবং শ্রীমতি রিতা পবনকুমার।
এই তারিখ থেকে, ৬ জুন, ২০২৬ তারিখের ইজিএম বিজ্ঞপ্তিটি সর্বদা এই সংশোধনীর সাথে একত্রে পড়তে হবে, যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com, এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com এবং কোম্পানিটি যে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত তার ওয়েবসাইট (www.nseindia.com)-এও আপলোড করা হচ্ছে। এই সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত / স্পষ্টীকৃত বিষয় ব্যতীত ইজিএম বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকবে।
পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ : ১২.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
নিবন্ধিত কার্যালয়- ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
কর্পোরেট কার্যালয়- তিরুমালা, ২২ ইস্ট তপসিয়া রোড, ১১তম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন- ০৩৩-২২৮৯৫৭৩১, ফ্যাক্স- ০৩৩-২২৮৯৫৭৩৩,
ইমেইল- investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট- www.skipperlimited.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার ('ইজিএম') বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী
এতদ্বারা শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি ১২ জুন, ২০২৬ তারিখে, শুক্রবার, ২৬ জুন, ২০২৬ সকাল ১১.৩০ মিনিটে (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে নির্ধারিত কোম্পানির সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভার (ইজিএম) বিজ্ঞপ্তির একটি সংশোধনী প্রেরণ করেছে। এতে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ('এনএসই')-এর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সেবি (ইস্যু অফ ক্যাপিটাল অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৮-এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কিছু সংশোধনী নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ইমেইলের মাধ্যমে সেই সকল শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।
ইজিএম বিজ্ঞপ্তির সংশোধনীটি ইজিএম বিজ্ঞপ্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে, যা ইতিমধ্যে ৪ জুন, ২০২৬ তারিখের ইমেইলের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রচারিত হয়েছে এবং ইজিএম বিজ্ঞপ্তিটি সর্বদা এই সংশোধনীর সাথে একত্রে পড়তে হবে।
এই সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত বা পরিপূরক বিষয় ব্যতীত ইজিএম বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকবে।
সংশোধনীটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com-এ উপলব্ধ।
তদনুসারে, সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডার, স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিটরি, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, ই-ভোটিংয়ের জন্য নিযুক্ত সংস্থা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিদের সংশোধনীর বিষয়টি দেখার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২ জুন, ২০২৬

মেরিগোল্ড মার্কেন্টাইলস লি.
CIN : L51109WB1982PLC035596
২, লাল বাজার স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন- +৯১ ৯৮৩০০-৪২৪৭০; ইমেইল- merrygoldmercantiles@gmail.com

পোস্টাল ব্যালট/রিমোট ই-ভোটিং-এর বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১০৮ এবং ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (যদি থাকে), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সেবি (ডিলিস্টিং অফ ইক্যুইটি শেয়ার্স) রেগুলেশনস, ২০২১-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানি ১২ জুন, ২০২৬ তারিখে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি এবং এর সাথে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিটি কোম্পানির সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে যাদের নাম ১১ জুন, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী রেজিস্টার অফ মেম্বারস / বেনিফিশিয়াল ওনারদের তালিকায় রয়েছে।
কোম্পানি নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের সাহায্যে স্পেশাল রেজোলিউশনের মাধ্যমে সদস্যদের অনুমোদন চাইছে :
সেবি (ডিলিস্টিং অফ ইক্যুইটি শেয়ার্স) রেগুলেশনস, ২০২১ অনুসারে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় ডিলিস্ট করার অনুমোদন।
প্রযোজ্য এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলি মেনে, পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি বৈদ্যুতিনভাবে শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেইল আইডি কোম্পানি / ডিপোজিটরিগুলির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মগুলির ফিজিক্যাল প্রেরণ করা হয়নি।
রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল ১৬ জুন, ২০২৬, মঙ্গলবার, সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ১৫ জুলাই, ২০২৬, বুধবার, বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এরপরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্যদের অনুগ্রহ করে নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে, একবার ভোট দেওয়া হলে, তা পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যাবে না।
কোম্পানি তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল -এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ উপলব্ধ রয়েছে।
যে সকল সদস্য তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি, তাদের ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার থাকার ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের সাথে এবং ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার থাকার ক্ষেত্রে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-এর কাছে তা নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
পরিচালনা পর্ষদ সিএস নেহা পোদ্দার, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি-কে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।
পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ১৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ও সিডিএসএল-কে জানানো হবে।
মেরিগোল্ড মার্কেন্টাইলস লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
সনৎ মন্ডল
বিএনকে সিকিউরিটিজ প্রা. লি.
স্থান- কলকাতা
তারিখ- ১৩ জুন, ২০২৬

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
সোয়াল লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**সোয়াল লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৮ মে ১৯৫১
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	L65993WB1981PLC033711
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস :** ১/১, অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৬
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৮ জুন ২০২৬ (নির্দেশ গৃহীত ১০ জুন ২০২৬)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	৫ ডিসেম্বর ২০২৬
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**শ্রী নীরজ জৈন** **IBBI/IPA-001/IP-P01067/2017-2018/11758**
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অর্ন্তবর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	নীরজ জৈন, ৪, সিনাগগ স্ট্রিট, স্যুট ২০৫, ৩য় তল, ব্রাবোর্ন রোড মুখী, কলকাতা - ৭০০০০১ **ইমেল : reachneerajjain@gmail.com**
১০	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	নীরজ জৈন, ইউনিট ১, ১৫তম তল, চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০০৭১ **ইমেল : cirp.swallimited@gmail.com**
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	**২২ জুন ২০২৬**
১২	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	নেই
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link : www.ibbi.com সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **সোয়াল লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ৮ জুন ২০২৬ তারিখে (নির্দেশ গৃহীত হয়েছে ১০ জুন ২০২৬ তারিখে)।
সোয়াল লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **২২ জুন ২০২৬** তারিখে বা তার আগে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
স্বা/-
(নীরজ জৈন)
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P01067/2017-2018/11758
তারিখ : ১৩ জুন ২০২৬
স্থান : কলকাতা

মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে ডাক পেয়ে আবেগ, আপ্লুত বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে এক বেনজির দৃশ্য। মালদা-সহ মুর্শিদাবাদ ও দুই দিনাজপুরের বিরোধী দলের বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকতে গিয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লেন। বৈঠকে তৃণমূল দলে বিধায়কেরা নিজেদের এলাকার সমস্ত সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতামত বিনিময় করলেন। বৈঠক শেষ করেই তৃণমূলের বিধায়কেরা বেরিয়ে এসে বললেন, 'এই প্রথম বিরোধী দলের বিধায়ক হয়ে এত মর্যাদায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতামত বিনিময় করতে পেরে ভালো লেগেছে।' শুক্রবার দুপুরে শুভেন্দু অধিকারি শিলিগুড়ির বাগডোগড়া থেকে হেলিকপ্টারে করে মালদায় আসেন। দুপুর আড়াইটে নাগাদ মালদা এয়ারপোর্টে হেলিকপ্টার অবতরণ করে। মুখ্যমন্ত্রী এরপর সেখান থেকে কনভয় নিয়ে সোজা চলে যান ইংরেজবাজার শহরের পুরাটুলি বাঁধ রোড এলাকায়। বিজেপির জেলা কার্যালয়ে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিতে মাল্যদান করেন এবং দলের জেলার কার্যকর্তাদের সঙ্গেও দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর সেখান থেকেই দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগদান করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নীতিশ প্রামাণিক-সহ অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রীরাও। এছাড়াও এই দিনের বৈঠকে উল্লেখ যোগ্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ূন কবির, চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমান, রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জী, হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক মতিবুর রহমান, ইসলামপুরের কানাইলাল আগরওয়ালা, ইটাহারের বিধায়ক মুসারাফ হোসেন, হরিরামপুরের বিধায়ক বিপ্লব মৈত্র, কালিয়াচকের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন, ডোমকলের বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান-সহ বিরোধী দলের উল্লেখ যোগ্য বিধায়ক সাংসদেরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে চার জেলার প্রায় ৪৯ জন বিধায়ক দুই সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক বৈঠকে আলোচনার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে চাঁচলের পুরসভা, উত্তরবঙ্গের এইমস্ হসপিটাল, মালদা, মুর্শিদাবাদের বন্যা ও ভাঙন এবং চার জেলার সীমান্তে এখন পর্যন্ত কত জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে সেই বিসয়ে আলোচনা হয়। মালদা মেডিক্যাল কলেজে হার্ট কেয়ার ইউনিট, মালদা বিমান বন্দরের বিকল্প জমি, কালিয়াচকে দমকল কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে বিড়ি শ্রমিকদের জন্যে বন্ধ হয়ে থাকা হসপিটালের আধুনিকীকরণ-সহবিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সুজাপুরে তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'এই বৈঠক ডাক পেয়ে সত্যিই আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েছি। বিরোধী দলের বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে। রাজনীতির উর্ধ্বে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এমনটাই দরকার। যেটা হয়তো বিগত দিনে কোথাও কোনরকম ভাবে ত্রুটি ছিল। যার কারণে আজকে এই অবস্থা। তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে কালিয়াচকের যানজট থেকে শুরু করে নতুন ওভারপুল মার্কেট গড়ে তোলার-সহ একাধিক সার্বিক উন্নয়নের কথা বলতে পেরেছি। এরকমভাবে যে কথা বলার এতটা সুযোগ পাব কল্পনাতেই ছিল না।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছেন সেটা উনি বলতে পারবেন। তবে আজকের মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে ডাক পেয়েছি। জেলার ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সর্বস্তরের কথা বলতে পেরেছি। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন মালদায় গঙ্গার ভাঙন ঠেকাতে যত টাকা দরকার ওনারা দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথাতেই আমরা ভরসা পেয়েছি।' রতুয়ার তৃণমূলের বর্ষিয়ান বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ইতিমধ্যে গঙ্গার ভাঙন ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ করার আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন। রতুয়া, মানিকচক এবং কালিয়াচক ৩ ব্লকের এতদিনের এই গঙ্গার ভাঙন নিয়ে যে বিরল সমস্যা দশকের পর দশক চলে আসছে। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাসের পর আমরা এবার মনে করছি সেটা ধীরে ধীরে মিটে যাবে। রাজনীতির জীবনে বিরোধী দলের বিধায়ক হয়ে এরকম এই প্রথম মর্যাদার সাথে নতুন মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে কথা বলতে পারলাম, তাতেই আপ্লুত হয়ে পড়েছি। এরকম ভাবেই রাজনীতির ময়দানে সামঞ্জস্য রেখে সার্বিক উন্নয়ন করাটাই উচিত যা এ রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী আজকে করে দেখিয়েছেন।'

চাকরি দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার আরামবাগের তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি জনরোষের মুখে। ডিম থেরাপি ও চোর চোর স্লোগানে তোলপাড় আরামবাগ। অভিযোগ চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হুগলির আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি গুণধর খাঁড়া জনরোষের মুখে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার হুগলির আরামবাগ ব্লকের সালেপুর ১ নং অঞ্চলের পাঁচমাইল এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শুক্রবার। অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু চাকরি প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হলেও তাঁদের চাকরি মেলেনি। এর প্রতিবাদে এদিন একদল চাকরি প্রার্থী গুণধর খাঁড়ার রাইস মিলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ চলাকালীন তাঁকে লক্ষ্য করে পচা ডিম ছোড়া হয় এবং 'চোর চোর' স্লোগান ওঠে। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পুলিশ গুণধর খাঁড়াকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে গৃহবধূ রীতা দাস জানান, 'আমার মেয়ের জন্য ৫ লাখ দেওয়া হয়েছিল প্রাইমারি টিচারের জন্য, অর্গানাইজাস টিচারের জন্য ৫০ হাজার দেওয়া হয়েছিল, এক লাখ টাকা সুদেছি। সাড়ে ৪ লাখ পাব।' অন্যদিকে, গুণধর খাঁড়া জানান, 'যারা টাকা দিয়েছিলেন, তারা অনুরোধ করেছিলেন বলেই সেই টাকা আমি নিয়েছিলাম। আর সেই টাকা শান্তনু ব্যানার্জির কাছে দিয়েছিলাম। পরে আমাকে ইডি, সিবিআই ডেকেছিল। দেওয়ার পরে সব প্রমাণ হয়ে গেছে। আমাকে সাক্ষী করেছে। সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সংস্থা আছে তারা আমাকে সাক্ষী করেছে। আমি মাঝে মাঝে যাচ্ছি। যখন সাক্ষীর জন্য ডাকে অথবা আমাকে খবর দেয় আমি যাই। যে টাকাটা পাওয়া গেছে আমি সেই মোতাবেক চাকরি প্রার্থীদের ফেরত দিচ্ছি।' অপরদিকে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে গ্রিন সিটি প্রকল্পের দুর্নীতি মামলার প্রধান অভিযুক্ত আরামবাগ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দীকে কেরল থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সবমিলিয়ে আরামবাগে গুরু শিষ্যের গ্রেপ্তারিতে শোরগোল এলাকায়।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ, (এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ), আইডিবিআই হাউস, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, থানা- শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭। ওয়েবসাইট- www.idbi.bank.in

পরিশিষ্ট ৪

কারণ দর্শানোর নোটিশ

কনকাস্ট জব্বলপুর রোড প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা)
সেন্টার পয়েন্ট বিল্ডিং, ৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫১১ এবং ৫১২, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, বিপরীতে- গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ।

এতদ্বারা নীচে উল্লেখিত সংস্থা/ব্যক্তিদের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের আরবিআই-এর 'ট্রিটমেন্ট অফ উইলফুল ডিফল্টারস অ্যান্ড লার্জ ডিফল্টারস' বিষয়ক মাস্টার ডিরেকশন (আরবিআই মাস্টার ডিরেকশন)-এ উল্লিখিত ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা ১৬ মে, ২০২৬ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশ (এসসিএন) ফেরত এসেছে / সরবরাহ করা যায়নি।

নাম ও ঠিকানা	পদ (এসসিএন অনুযায়ী বিশদ)	ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির মানদণ্ড
কনকাস্ট জব্বলপুর রোড প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড সেন্টার পয়েন্ট বিল্ডিং, ৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫১১ ও ৫১২, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, বিপরীতে- গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ	(কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা)	৩(১)(xviii) (A)(C) [3(১)(xvi)-এর সাথে পঠিত]
শ্রী সঞ্জয় কুমার সুরেকা, কনকাস্ট জব্বলপুর রোড প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, সেন্টার পয়েন্ট বিল্ডিং, ৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫১১ ও ৫১২, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, বিপরীতে- গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ	(প্রমোটার/ ডিরেক্টর) (গ্যারান্টর)	৩(১)(xviii) (A)(C) [3(১)(xvi)-এর সাথে পঠিত] ৩ (১) (xviii) (B)
শ্রী সঞ্জয় কুমার সুরেকা, কনকাস্ট জব্বলপুর রোড প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড ২৮/১ শেক্সপিয়র সরণি, গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ১০ম ফ্লোর ফ্ল্যাট ১০২, কলকাতা- ৭০০০১৭। পশ্চিমবঙ্গ	(গ্যারান্টর)	৩ (১) (xviii) (B)
শ্রী সঞ্জয় কুমার সুরেকা, কনকাস্ট জব্বলপুর রোড প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড ২১ ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস, বালিগঞ্জ কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ	(গ্যারান্টর)	৩ (১) (xviii) (B)

এসসিএন পরিচয়পত্রের প্রমাণ প্রদর্শন করে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যমে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, (এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ), আইডিবিআই হাউস, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, থানা শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭। ইমেইল আইডি- avinash.kumar@idbi.co.in, mrinmoy.bhandari@idbi.co.in থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। উপরোক্ত ব্যক্তি(গণ), যদি তারা/তিনি ইচ্ছা করেন, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে পারেন যে কেন তাদের/তাকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণা করে আরবিআই-এর কাছে রিপোর্ট করা হবে না।
এই প্রকাশনার তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে এই এসসিএন-এর বিরুদ্ধে কোনো সাবমিশন/প্রতিনিধিত্ব না পাওয়া গেলে, এটি ধরে নেওয়া হবে যে তাদের কিছু জমা দেওয়ার নেই এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড তাদেরকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণার পর, আরবিআই মাস্টার ডিরেকশনস এবং/অথবা প্রচলিত আরবিআই গাইডলাইনস অনুযায়ী উপরোক্ত ব্যক্তি(দের) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।

আপনার বিশ্বস্ত,
তারিখ : ১৩.০৬.২০২৬ অবিনাশ কুমার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ

বন্ধ থাকা গ্রামীণ হাসপাতাল পুনরায় খোলার দাবিতে বিজেপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের আর দশটা গ্রামের মতই পাঁচড়া গ্রাম। এই গ্রামের দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পুনরায় খোলার দাবিতে জামালপুর ১ মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্রপালের নেতৃত্বে চৌবেড়িয়া ইটভাটা থেকে চৌবেড়িয়া ও পাঁচড়া গ্রাম ঘুরে পাঁচড়া মোড় হয়ে পুনরায় ভাটায় এসে মিছিল শেষ হয়। কয়েক হাজার কর্মী, সমর্থক এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান। প্রচুর মহিলা কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন এদিনের মিছিলে। মিছিলে পা মেলান মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগ, বর্ষীয়ান নেতা খোকন ঢালি ও জিতেন ডকাল, হেনারানি মণ্ডল, ইন্দ্রজিৎ বসু-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ১ নং মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল একের পর এক মিছিলে তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি বলেন, তাঁদের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় এসেই প্রথমেই অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ করে টাকা দিয়েছেন। তাঁদের গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তৃণমূলের আমলে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এখন তাঁদের সরকার এসেছে। তাঁদের বিধায়ক যথেষ্ট যোগ্য একজন মানুষ তাই তাঁর হাত দিয়েই তাঁরা তাঁদের এই বন্ধ হয়ে থাকা স্বাস্থ্য কেন্দ্র পুনরায় চালু করে গরিব মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চান।

গড়বেতায় কাটমানি ফেরতের পরেও ধিক্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ইন্দিরা আবাসের কাটমানি ফেরত দেওয়ায় তৃণমূল জমানার চরম দুর্নীতির প্রমাণ মিলল গড়বেতায়। সরকারি আবাস প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে অসহায় গরিব মানুষের কাছ থেকে যে কাটমানি নেওয়া হয়েছিল, খাতায় সই করিয়ে সেই টাকা উপভোক্তাদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। গড়বেতা ৩ নম্বর ব্লকের সাতবাঁকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মেটাডহর পূর্ব বুথে বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত একটি বিশেষ শিবির থেকে এই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, আবাসন-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের নাম করে এলাকার খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কাটমানি তোলা হয়েছিল। বিজেপি আয়োজিত প্রকাশ্য শিবিরে খাতায় উপভোক্তাদের সই করিয়ে সেই টাকা ফেরত দেওয়ার পরেও, বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নিজেদের হকের টাকা ফেরত পেয়ে উপভোক্তারা স্বস্তি পেলেও স্থানীয়রা প্রশ্ন তোলেন 'টাকা ফেরত দিলেই কী অপরাধ শেষ হয়ে যায়?' নাগরিক মহলের বক্তব্য, গরিবের টাকা অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া আর পাঁচটা চুরির মতোই চরম দণ্ডনীয় অপরাধ। এদিন বেগতিক দেখে বা প্রবল আন্দোলনের চাপে পড়ে সেই টাকা ফিরিয়ে দিলেই কি অপরাধীর পাপ ধুয়ে যায়? কোনো চোর ধরা পড়ার পর চুরি যাওয়া মাল ফেরত দিলে যেমন তার অপরাধ কমে না, তেমনই টাকা ফেরত দিলেই এই কাটমানি খোরদেরও আড়াল করা যাবে না। এদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। টাকা ফেরত মিললেও, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ফুঁসছে গড়বেতা।

সরকারি জমি দখল!

হাইকোর্টের নির্দেশে ভাঙা হল অবৈধ নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোণা: পূর্ত দপ্তর ও রায়ত জমি দখল করে গড়ে ওঠা একটি মিষ্টির দোকানের অবৈধ নির্মাণ হাইকোর্টের নির্দেশে ভেঙে দিল প্রশাসন। ঘটনাটি চন্দ্রকোণা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জয়ন্তীপুর এলাকার। শুক্রবার পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, চন্দ্রকোণা-২ ব্লকের বিডিও, ভূমি দপ্তরের আধিকারিক এবং চন্দ্রকোণা থানার পুলিশের উপস্থিতিতে বুলডোজার দিয়ে অবশিষ্ট অংশ ভেঙে ফেলা হয়।

অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জন সিংহ সরকারি ও রায়ত জমি দখল করে সেখানে পাকা নির্মাণ করে মিষ্টির দোকান চালাচ্ছিলেন। পূর্ত দপ্তরের ৪৩৯ নম্বর দাগের ৩৬১ বর্গফুট এবং ৫৮ নম্বর দাগের ৭১.২৫ বর্গফুট রায়ত জমির উপর ওই নির্মাণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। রায়ত জমির মালিক ও পেশায় আইনজীবী কৃষ্ণেন্দু বিকাশ দত্ত কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন। ২০২৫ সালের ৪ ডিসেম্বর আদালত স্থানীয় প্রশাসনকে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। অভিযোগ, সেই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না হওয়ায় ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আদালত অবমাননার মামলা করা হয়। পরবর্তীতে ২০২৬ সালের ২৭ মে হাইকোর্ট অবৈধ নির্মাণ অপসারণের নির্দেশ দেয়। প্রশাসন ভাঙার কাজ শুরু করার আগেই রঞ্জন সিংহ নিজে থেকে দোকানের মালপত্র সরিয়ে নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করেন। মামলাকারী কৃষ্ণেন্দু বিকাশ দত্তের অভিযোগ, দেশ কমিটির মদতে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ও ব্যক্তিগত জমি দখল করে ওই ব্যবসা চালানো হচ্ছিল। তাঁর দাবি, এই নির্মাণের ফলে তাঁদের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছিল এবং দোকানের এক্সহস্ট ফ্যান থেকে আসা দুর্গন্ধ বাড়িতে প্রবেশ করত। সমস্যার সমাধান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন তিনি। অন্যদিকে, রঞ্জন সিংহের স্ত্রী সুমিত্রা সিংহ জানান, আদালতের নির্দেশ মেনে তাঁরা নিজেরাই মালপত্র সরিয়ে নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করেছিলেন।

সিউড়ির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বাড়ি থেকে উদ্ধার ত্রাণসামগ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: ত্রিপল, শাড়ি-সহ লক্ষাধিক টাকার ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার হল সিউড়ির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরীর বাড়ি থেকে। অভিযোগ, গরিব মানুষের ত্রাণের জন্য এই ত্রিপল ও শাড়ি না দিয়ে অন্যায়ভাবে তিনি মজুদ করে রেখেছেন। সেই খবর পেয়ে সাধারণ মানুষ ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাড়ি থেকে এইগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য ভিড় জমান। সেই সময় জেলাশাসকের নির্দেশে সিউড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে সেগুলি উদ্ধার করে। সূত্রের খবর গত বৃহস্পতিবার এগুলি উদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়ে জেলা শাসকের কাছে আবেদন করেছিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। তবে তিনি কেন এতদিন ধরে ত্রাণগুলি তাঁর বাড়িতে মজুদ করেছিলেন, সে নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি সহ-সভাপতি দীপক দাস। তিনি তৃণমূল নেতাদের অনুরোধ করে বলেন, 'যেসব নেতারা বাড়িতে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী গরিব মানুষদের যথা সময়ে না দিয়ে অন্যায়ভাবে মজুদ করে রেখেছেন তারা নির্দিষ্টভাবে সেগুলি গরিব মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিন।' তিনি আরও বলেন, 'ব্যাকডেটে আবেদন নিবেদন করে বাঁচা যাবে না।' সরকারি ত্রাণ সামগ্রী পুরোপুরি দেখেন জেলা শাসক। এই ঘটনার পর জেলাশাসক কি পদক্ষেপ নেন সেদিকেও তাকিয়ে রয়েছে বিজেপির দলীয় নেতা, কর্মীরা। তবে সাধারণ মানুষ অভিযোগ তোলে, এগুলি গরিব মানুষকে না দিয়ে বিক্রি করা ও নিজেদের পছন্দের লোকদের দেওয়ার উদ্দেশ্যে মজুদ করে রাখা হয়েছিল। যদিও এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শ্বশুর বাড়ি থেকে জামাইয়ের গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম সুস্তির কুমার ঘটক (৫৩)। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত নপাড়া গ্রামে। জানা যায় বৃহস্পতিবার রাত্রে সুস্তির বাবু নপাড়া গ্রামের পাশের গ্রাম শাঁখা গ্রামের শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিলেন। রাতের দিকে শ্বশুর বাড়ির কুয়োর মধ্যে তাঁকে গলায় দঁড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখে শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়রা পুলিশে খবর জানিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভেহিকেলের জন্য এক নিলামের ব্যবস্থা করেছে।

বিক্রয়ের জন্য ভেহিকেলসমূহ

১) মডেল নং : ALGP4825
ভেহিকেল নং : WB29C3312
ওয়াইওএম : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ২৫১৫৫০০

দায়বদ্ধ :
মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি, বিক্রয় অধীন "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"। আগ্রহী পক্ষগণ তাদের কোটেশন দিতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি,
২২,ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল,
বি ব্লক, কলকাতা -৭০০০১৬
বা
যোগাযোগ :
গৌতম সাহা :
৯৮৩৬১০৯৩১৭
সুমিত বর্মা :
৯৮৭৫৪০৪৮৪৭

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (৩য় ফ্লোর)
ক্যান্টনমেন্ট রোড, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২ ১০১
ইমেইল- comurshidgad@pub.bank.in

লিজের ভিত্তিতে প্রেমিসেসের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে বিজ্ঞাপন

[illegible] কোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে। এই বিষয়ে কোনো দালালি/কমিশন প্রদান করা হবে না। বিডের ফর্মগুলি আমাদের সার্কেল অফিস/বিও আখড়িগঞ্জ/পিএনবি ওয়েবসাইট (https://pnbindia.in)-এ উপলব্ধ হবে। ব্যাঙ্কের লিজ ডিডের খসড়া ফর্ম্যাটও ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে যাতে আগ্রহী মালিকরা লিজ ডিডের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

এই বিষয়ে কোনো অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

তারিখ: ১৩.০৬.২০২৬,
স্থান: মুর্শিদাবাদ সার্কেল হেড

SBI এসবিআই এইচএলসি খড়্গপুর (৬৪১৭৫)
২য় ফ্লোর, আটওয়াল এস্টেট, পোঃঅঃ-ইন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পঃবঃ পিন- ৭২১৩০৫, ই-মেইল: sbi.64175@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং ৩৩৯৪৭৭৩৭৮৪০ (এইচবিএল), ৪১০৪১৬৮৭৯৭৫ (এইচবিএল), ৪১০৪২৬১৯৫৬২ (এইচবিএল সুরক্ষা), ৩৫৮৪৭২৪৭৩১২ (এইচবিএল টপ আপ), ৩৮৪৮২৭৭৬৪০৩ (এইচবিএল টপ আপ)

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর ৩ নম্বর নিয়মের সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এইচএলসি খড়গপুরের** নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন; যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা **শ্রী গণেশ মণ্ডল, পিতা- প্রয়াত কালীপদ মণ্ডল, ঠিকানা: সুকান্ত নগর, মায়াপুর, পোঃঅঃ- তালবাগিচা, থানা- খড়গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৬, পশ্চিমবঙ্গ** -কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ অর্থাৎ **২৯.০৩.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ২২,৪৪,০২৪.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চব্বিশ টাকা মাত্র)** এবং পরবর্তী সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাদি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ দেওয়া যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) -এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সাথে পঠিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের জুন মাসের এই ১১তম দিনে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা এই সম্পত্তি নিয়ে কোনোরূপ লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **২৯.০৩.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ২২,৪৪,০২৪.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চব্বিশ টাকা মাত্র)** এবং তার ওপর পরবর্তী সুদ, খরচ ইত্যাদির জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এইচএলসি খড়গপুরের** দায় বা চার্জের অধীনস্থ থাকবে।
ঋণগ্রহীতার -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা তালবাগিচা, জে.এল. নং ১৪৫, আর.এস খতিয়ান নং ১৪৭/১, আর.এস দাগ নং ৪৬ -এর অন্তর্ভুক্ত মোট **৩.২৫ ডেসিমেল** পরিমাপের সমগ্র জমি ও তার অংশবিশেষ, শ্রেণী: বাস্তু, **দলিল নং আই-৪৬৩৬/২০০৭, তারিখ ০৭.১২.২০০৭**, এ.ডি.এস.আর. খড়গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর।
সম্পত্তিটি শ্রী গণেশ মণ্ডলের নামে নথিভুক্ত, ঠিকানা: সুকান্ত নগর, মায়াপুর, পোঃঅঃ- তালবাগিচা, থানা- খড়গপুর (টি), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০৬।
সম্পত্তির চতুঃসীমা ও সীমানা:-
উত্তর: ৮ ফুট মোরাম রাস্তা, **দক্ষিণ:** শম্ভু ভট্টাচার্য, **পূর্ব:** কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, **পশ্চিম:** শম্ভু ভট্টাচার্য

তারিখ: ১১.০৬.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: খড়গপুর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই পাঞ্চেত শাখা, (০৯৭১২)
গ্রাম- পাঞ্চেত, + পোঃঅঃ- পাঞ্চেতগড়, থানা: এগরা, জেলা: পূর্ব মেদিনীপুর
ই-মেইল: sbi.09712@sbi.co.in

যন্ত্রপাতি বিক্রয় নিলামের জন্য

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ : নাম: সানি কুমার, যোগাযোগ নং- ৮০০১১৯৫০৩১, ই-মেইল: sbi.09712@sbi.co.in

ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ বাজেয়াপ্ত যন্ত্রপাতি **২২.০৬.২০২৬ (সোমবার)** উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয় করা হবে। উন্মুক্ত নিলামটি **বিকেল ৪:০০ টায় এসবিআই পাঞ্চেত শাখা, গ্রাম- পাঞ্চেত, পোঃঅঃ- পাঞ্চেতগড়, জেলা: পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১৪৩৮** -এ অনুষ্ঠিত হবে। **যোগাযোগ নং- ৮০০১১৯৫০৩১**
যন্ত্রপাতির বিশদ :

ক্র. নং	বিবরণ	নির্মাণের বছর	প্রস্তুতকারক, মডেল, ক্রমিক নং ইত্যাদি	১) সংরক্ষিত মূল্য ২) বিড বৃদ্ধির মূল্য
১.	মোবাইল এক্স-রে মেশিন (১টি)	২০২৩	স্ক্যানমোবাইল, মডেল 230, পার্ট নং: 303-0018-0, ক্রমিক নং: MH3723P0025	১) ৫,০৩,২৬৮.০০/- টাকা (পাঁচ লক্ষ তিন হাজার দুইশত আটষট্টি টাকা মাত্র) জিএসটি সহ ২) ২,০০০/- টাকা
২.	অ্যানালাইজার (১টি)	২০২১	প্রস্তুতকারক: প্রিসিশন বায়োমেড, মডেল: PRCCIEHM 300+, ক্রমিক নং: BA-CL-3355	
৩.	রেডিওগ্রাফি সিস্টেম (১টি)	২০২২	প্রস্তুতকারক: কম্পিউটেড রেডিওগ্রাফি, মডেল:- ER-1R392, ক্রমিক নং : 271K4107	
৪.	ফুজি মেডিকেল ড্রাই ইমেজার (১টি)	২০২২	ড্রাই পিক্স ২০০, ক্রমিক নং 29121796	ঋণগ্রহীতার নাম:- দি মেডকিউর হেলথকেয়ার স্বত্বাধিকারী:- শ্রী মিলন ব্যানার্জী
৫.	এইচপি প্রিন্টার (১টি)	২০২২	এইচপি প্রো ডেস্ক ৬০০ডাব্লিউ৮, মডেল: TPC - P06	

যন্ত্রপাতি পরিদর্শনের তারিখ, সময় ও স্থান: ১৮.০৬.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টার মধ্যে, স্থান: এসবিআই পাঞ্চেত শাখা

দ্রষ্টব্য : এই মূল্যসমূহ প্রযোজ্য হার অনুযায়ী জিএসটি অন্তর্ভুক্ত করে নির্ধারিত।
সমস্ত যন্ত্রপাতি **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যা কিছু যেমন আছে"** শর্তে নিলাম করা হবে।
ক) আগ্রহী ক্রেতাগণকে নির্ধারিত ফর্মে তাদের প্রস্তাব, সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম **১০%** সমপরিমাণ অগ্রিম বায়নার টাকা **(ইএমডি ৫০,৩২৬.৮০ টাকা)** সহ **"এসবিআই পাঞ্চেত শাখা" -এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে আগামী ২২.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩০০ টার মধ্যে** সরাসরি অনুষ্ঠানস্থলে জমা দিতে হবে। **কোনো নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না।** তাদেরকে অনুষ্ঠানস্থলে "বিড আবেদন ফর্ম" -এর সাথে জমা দেওয়ার জন্য যথাযথ মূল পরিচয়পত্র এবং পরিচয়পত্রের পর্যাপ্ত ফটোকপি সঙ্গে আনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সফল বিডকারীদের সম্পূর্ণ **"বিড"** অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে ব্যাংক থেকে **"বিক্রয় শংসাপত্র"** নেওয়ার সময় দুই কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি আনার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে প্রস্তাবিত বিডসমূহ বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
গ) বিড প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক কেবল যোগ্য ক্ষেত্রগুলোতেই বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সফল বিডকারীকে লিখিতভাবে তা জানানো হবে।
ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল বিডকারীকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৭ দিনের** মধ্যে অগ্রিম বায়নার টাকা বাদ দিয়ে নিলাম মূল্যের অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অর্থ **ডিমান্ড ড্রাফটের** মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিতে হবে।
ঙ) কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
চ) যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন করার দায়িত্ব বিডকারীর। বিড মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর শাখা থেকে যন্ত্রপাতি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র হস্তান্তর করা হবে। যন্ত্রপাতির অবস্থা এবং গুণমানের জন্য **"এসবিআই পাঞ্চেত শাখা"** বা কোনো কর্মকর্তা **কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।**

তারিখ: ১৩.০৬.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: পাঞ্চেত এসবিআই পাঞ্চেত শাখা

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল–8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002–এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H0350203 0723121032, H0350227 0723021311	1. জিএসএম সিকিউরিটি সলুশন (ইহার ডাইরেক্টর সুরঞ্জন মুখার্জীর মাধ্যমে) – ঋণগ্রহীতা 2. সুরঞ্জন মুখার্জী – সহ-ঋণগ্রহীতা 3. মৌমিতা মুখার্জী – সহ-ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি-I কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যেই, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 85 অধীনে, দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 20/7এ, অশ্বিনী দত্ত রোড, কোলকাতা-700029 হিসাবে পরিচিত ও নাম্বারযুক্ত, থানা – গড়িয়াহাট অন্তর্গত প্রায় 3 কাঠা, 1 ছটাক ও 25 বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটে তথা উহার ওপর গঠিত ও নির্মিত ইমারতের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে প্রায় 135 বর্গফুট পরিমাপের কভার্ড কার পার্কিং স্থানের সঙ্গে একত্রে ফার্স্ট ফ্লোরে, উত্তর দিকে প্রায় 1010 বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং 2বি, ইউনিট বি।	10/03/2026	05/03/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ94,91,395.40/- (টাকা চুরানব্বই লাখ একানব্বই হাজার তিনশো পঁচানব্বই এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র।)	11-06-2026 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 13.06.2026 স্বাক্ষরিত
স্থান: কোলকাতা **অনুমোদিত আধিকারিক**
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

শতাব্দী এক্সপ্রেসে পাথর ছোড়ার অভিযোগে ধৃত ২

সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চিহ্নিত

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ রেল স্টেশনের কাছে লখনউ-নতুন দিল্লি শতাব্দী এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল রেল পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খ তিয়ে দেখে এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে রেলওয়ে সুরক্ষা বল।

রেল আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১১ জুন সন্ধ্যা আনুমানিক ৭১৮ নাগাদ ১২০০৩ লখনউ-নতুন দিল্লি শতাব্দী এক্সপ্রেসটি যখন প্রয়াগরাজ মণ্ডলের ফিরোজাবাদ স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছিল, তখনই সেটিকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয়। ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে রেল প্রশাসন। স্টেশন ও তার আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ স্ক্যান করে সন্দেহভাজনদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। শেষমেশ প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে দুই মূল অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে রেল।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার গভীর সন্ধ্যায় মাখনপুর এবং ফিরোজাবাদ রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী পৈমেশ্বর গেটের কাছে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছিল। অত্যন্ত সংবেদনশীল এই বিষয়টি নিয়ে দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়, কারণ ওই সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত ওই ট্রেনে সফর করছিলেন। তবে এই ঘটনায় সরসঙ্ঘচালক বা অন্য কোনও যাত্রী আহত হননি। ট্রেনটি টুন্ডলা স্টেশনে পৌঁছলে আরপিএফ পরিদর্শনের পর জানায়, পাথরের আঘাতে জানলার শুধুমাত্র বাইরের কাচটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই ঘটনার পর ফিরোজাবাদের প্রবীণ পুলিশ (এসএসপি) আদিত্য লাংহের নির্দেশে গঠিত সাত সদস্যের বিশেষ পুলিশ টিম, লোকাল পুলিশ এবং এলআইইউ যৌথভাবে তদন্তে নামে। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের নিরাপত্তাই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রেলের সম্পত্তি নষ্ট করা এবং যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করার চেষ্টা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না এবং ধৃতদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি পর্যালোচনা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: আসন্ন বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে শুক্রবার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এদিন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এদিনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা, সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি ও এসএসবি-র মহাপরিচালকরা। জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত সতর্কতা বজায় রাখার বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে অমরনাথ যাত্রা চলাকালীন তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা, পথ পর্যবেক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা সুবিধা, যান চলাচল ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় পর্যালোচনা করা হয়। প্রসঙ্গত, এই অমরনাথ যাত্রায় প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী অংশ নেন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মূল লক্ষ্য দেশ-বিদেশ থেকে আসা সমস্ত ভক্তদের একটি সুরক্ষিত ও নির্বিঘ্ন যাত্রার অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন দলাই লামা

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: শুক্রবার দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন ধর্মগুরু দলাই লামা। গত ৮ জুন ওই হাসপাতালে তাঁর বাম হাঁটুতে সফল প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার হয়। দলাই লামা সমাজ মাধ্যমে শেয়ার করা চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, এই সপ্তাহের শুরুতে সফলভাবে বাম হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর শুক্রবার সকালে দালাই লামাকে দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালের বরিষ্ঠ চিকিৎসক ড. রাজেশ মালহোত্রা জানান, ধর্মগুরু ৮ জুন দিল্লিতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন এবং তাঁর পুরো চিকিৎসা চলাকালীন তিনি স্থিতিশীল ছিলেন।

সুপ্রিমে খারিজ মীনাক্ষীর আবেদন

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মধ্যপ্রদেশ থেকে কংগ্রেস নেত্রী মীনাক্ষী নটরাজনের মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

শুক্রবার বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের নেতৃত্বাধীন অবকাশকালীন বেঞ্চ জানায়, মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই ধরনের আবেদন বিচারযোগ্য নয়। আদালত স্পষ্ট করে দেয়, এই বিষয়ে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট কোনও আদালতই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ফলে আবেদনটি খারিজ করা হয়। শুনানিতে মীনাক্ষী নটরাজনের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি যুক্তি দেন, একটি ফৌজদারি মামলার তথ্য গোপনের অভিযোগে তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট মামলায় এখনও কেবল সমন জারি হয়েছে, আদালত এখনও সংজ্ঞায় (কগনিজেন্স) নেয়নি বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর মতে, আইন অনুযায়ী কেবল সেই মামলার তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক যেখানে আদালত ইতিমধ্যে সংজ্ঞা নিয়েছে। অন্যদিকে, রিটার্নিং অফিসার অরবিন্দ শর্মা জানিয়েছিলেন, তেলেঙ্গানায় চলমান একটি ফৌজদারি মামলার তথ্য মনোনয়নপত্রে উল্লেখ না-করার কারণেই তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হয়। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের তিনটি রাজ্যসভা আসনে ১১ জুন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং তিনটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হন।

দু'দিনের উত্তরাখণ্ড সফরে রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দু'দিনের সফরে শুক্রবার উত্তরাখণ্ডে পৌঁছেছেন। রাষ্ট্রপতির উত্তরাখণ্ড সফরকে ঘিরে দেহরাদুনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এদিন জলিগ্রান্ট বিমানবন্দরে রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরমিত সিং, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, মন্ত্রী মদন কৌশিক, মুখ্য সচিব আনন্দ বর্ধন এবং পুলিশের ডিজি দীপম শেঠ তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান। রাষ্ট্রপতির এদিন দেরাদুনের 'রাষ্ট্রপতি নিকেতন' পরিদর্শনের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি রয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রপতি আশিয়ানা চত্বরে ১৩২ একরের ওপর বিশাল এলাকায় গড়ে ওঠা অত্যাধুনিক 'রাষ্ট্রপতি উদ্যানে'র নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ খতিয়ে দেখবেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমির (আইএমএ) পাসিং আউট প্যারেডে যোগ দেবেন। দেরাদনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমিতে শনিবার আয়োজিত হতে চলা স্প্রিং টার্ম ২০২৬-এর পাসিং আউট প্যারেডে রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ও প্যারেড পরিদর্শন করবেন।

ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত, দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন/তেহরান, ১২ জুন: ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তির পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং সেই কারণেই তেহরানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সামরিক হামলা স্থগিত রাখা হয়েছে বলে দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের এই ঘোষণার পরই ইরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত চুক্তি অনুমোদন করা হয়নি। ফলে পশ্চিম এশিয়ার দীর্ঘদিনের সংঘাত নিরসনের প্রচেষ্টা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি নিজের সামাজিক মাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের স্তর পর্যন্ত আলোচনা পৌঁছেছে এবং একটি খসড়া চুক্তির কাঠামো ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। তাঁর কথায়, আলোচনায় অগ্রগতির জেরেই ইরানের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সামরিক হামলা ও বোমাবর্ষণের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে।

ট্রাম্পের দাবি, প্রস্তাবিত সমঝোতার আওতায় যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো, আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া এবং ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ৬০ দিনের আলোচনাপর্ব শুরু করার বিষয় রয়েছে। তাঁর মতে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। সপ্তাহান্তে ইউরোপে কূটনৈতিক বৈঠকের সময় এ বিষয়ে অগ্রগতি হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন, একটি সমঝোতা স্মারকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে নীতিগতভাবে সম্মতি দিয়েছে আমেরিকা, ইজরায়েল, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, তুরস্ক, পাকিস্তান, বাহরিন, কুয়েত, জর্ডন ও মিশর-সহ একাধিক দেশ। তবে ওয়াশিংটনের আশাবাদী অবস্থানের বিপরীতে অনেক বেশি সতর্ক অবস্থান নিয়েছে তেহরান। ইরানের একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, কোনও চূড়ান্ত চুক্তির খসড়া এখনও অনুমোদিত হয়নি। আলোচনার সঙ্গে যুক্ত সূত্রগুলির দাবি, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখনও মতপার্থক্য রয়ে গিয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতির আগে সেগুলির নিষ্পত্তি প্রয়োজন। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জানান, খসড়া চুক্তির অধিকাংশ বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তাঁর কথায়, কিছু বিষয়ে মতভেদ বজায় রয়েছে এবং ইরান তার জাতীয় স্বার্থ ও নির্ধারিত 'রেড লাইন'-এর সঙ্গে কোনও আপস করবে না।

তবে ইরানের কয়েকটি সূত্রের দাবি, সাম্প্রতিক আলোচনায় দুই পক্ষের মধ্যে দূরত্ব কিছুটা কমেছে। নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হলে তেহরান সর্বশেষ প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করতে পারে। বিশেষ করে ইরানের স্থগিত সম্পদ মুক্ত করা, হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরমাণু আলোচনা কাঠামো নিয়ে অগ্রগতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কূটনৈতিক সূত্রে খবর, বুধবার কাতারের মধ্যস্থতায় মার্কিন ও ইরানি প্রতিনিধিদের মধ্যে নিবিড় আলোচনা হয়েছে। গভীর রাত পর্যন্ত চলা বৈঠকে বাকি মতভেদ দূর করে একটি গ্রহণযোগ্য কাঠামো তৈরির চেষ্টা করা হয়। চলতি বছরের শুরুতে শুরু হওয়া মার্কিন-ইরান সংঘাত পশ্চিম এশিয়ার বৃহৎ অংশকে অস্থির করে তুলেছে। এর প্রভাব পড়েছে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নৌপথের উপর। বিশ্বের তেল পরিবহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালি এখনও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

ময়দান

মহিলা বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি বোলারদের দাপট! জয়ে ফিরল মালদা, টেবিল টপার রাঢ় টাইগার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলা বেঙ্গল টি-২০ লিগে শুক্রবার ছিল বোলারদের দাপটের দিন। সল্টলেকের যাদবপুর ক্যাম্পাসের মাঠে ব্যাটারদের ওপর কার্যত শাসন কায়েম করে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিল সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা এবং শ্রাচি রাঢ় টাইগার্স। একদিকে ঠান্ডা মাথার ব্যাটিংয়ে মুর্শিদাবাদ কুইন্সকে হারাল মালদা, অন্যদিকে বিধ্বংসী বোলিংয়ের জোরে নোভাস রয়্যালস পুরুলিয়াকে কার্যত ম্যাচ থেকেই ছিটকে দিল রাঢ় টাইগার্স। দিনের শেষে দুই দলই মূল্যবান দুই পয়েন্ট সংগ্রহ করলেও সবচেয়ে বেশি আলো কাড়লেন পরমা মণ্ডল এবং বিদিশা দে। দিনের প্রথম ম্যাচে মুর্শিদাবাদ কুইন্সকে শুরুতেই চাপে ফেলে দেয় সোবিস্কো স্ম্যাশার্সের বোলাররা। উইকেটের একপ্রান্তে জাহানবি রাজ পাসওয়ান লড়াই চালিয়ে গেলেও অন্য প্রান্তে নিয়মিত উইকেট পড়তে থাকায় বড় রান তোলা সম্ভব হয়নি। জাহানবির ২৭ রানের ইনিংস এবং শিবাংশী তিওয়ারি ও প্রতিভা রানার ২১ রান করে অবদান মুর্শিদাবাদকে কোনওরকমে তিন অঙ্কের গণ্ডি পেরোতে সাহায্য করে। ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১১৪ রানেই থেমে যায় তাদের ইনিংস। সোবিস্কোর হয়ে স্নিগ্ধা বাগ ও প্রতিভা মান্ডি দুটি করে উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের রান তোলার গতি সম্পূর্ণ রোধ করে দেন। তাঁদের আঁটসাঁট বোলিংয়ের সামনে মুর্শিদাবাদের ব্যাটাররা কখনওই স্বচ্ছন্দ হতে পারেননি।

তবে রান তাড়া করতে নেমে মালদার শুরুটাও সুখকর ছিল না। পাওয়ারপ্লের মধ্যেই তিন উইকেট হারিয়ে ম্যাচে উত্তেজনা তৈরি হয়। সেই কঠিন মুহূর্তে নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন অধিনায়ক সাইকা ইশাক। তাঁর ২৬ রানের লড়াকু ইনিংস দলের ভিত শক্ত করে দেয়। এরপর পরমা মণ্ডল অসাধারণ ধৈর্য ও পরিণত ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিয়ে ম্যাচটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ২৭ বলে অপরাজিত ৩২ রান করে তিনি নিশ্চিত করেন যে আর কোনও অঘটন না ঘটে। মমতা কিস্কুর কার্যকর সহযোগিতায় ৭ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেটের জয় তুলে নেয় সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রাচি রাঢ় টাইগার্স যেন শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে বার্তা দিয়ে দেয় যে তারা কোনও সুযোগ দিতে রাজি নয়। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নোভাস রয়্যালস পুরুলিয়া প্রথম ওভার থেকেই চাপে পড়ে যায়। নতুন বলে আগুন ঝরান বিদিশা দে। প্রথম ওভারেই উইকেট তুলে নেওয়ার পর পরপর দুটি মেডেন ওভার করে তিনি পুরুলিয়ার ব্যাটিং শিবিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেন।

বিদিশার আগ্রাসী বোলিংয়ের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গ দেন অধিনায়ক পিয়ালি ঘোষ। মাত্র ৯ রান খরচ করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে তিনি পুরুলিয়ার মাঝের সারিকে ধসিয়ে দেন। একমাত্র ধারা গুজ্জর ৩৬ রান করে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অন্য কেউ সেভাবে লড়াই করতে না পারায় ২০ ওভারে মাত্র ৭৮/৭ স্কোরেই থামে পুরুলিয়া। ৭৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রাঢ় টাইগার্স কোনও ঝুঁকি নেয়নি। ব্রিষ্টি মাজি ও ষষ্ঠী মণ্ডল শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখেন। মাঝপথে কয়েকটি উইকেট হারালেও লক্ষ্য এতটাই ছোট ছিল যে জয়ের পথে বিশেষ বাধা আসেনি। শেষ পর্যন্ত ৭ ওভার বাকি থাকতেই ৭ উইকেটের সহজ জয় তুলে নেয় শ্রাচি রাঢ় টাইগার্স। পরমা মণ্ডলের ম্যাচ জেতানো ব্যাটিং এবং বিদিশা দে-র দুর্ধর্ষ বোলিং স্পেল দিনের সেরা আকর্ষণ হয়ে থাকে। এই জয়ের ফলে সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল, আর শ্রাচি রাঢ় টাইগার্স টানা তৃতীয় জয় তুলে দিয়ে শিরোপা লড়াইয়ে নিজেদের অন্যতম দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল।

তৌফিকের অলরাউন্ড নৈপুণ্য! বেঙ্গল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম জয়ের স্বাদ মুর্শিদাবাদ কিংসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গল টি-২০ লিগের তৃতীয় সংস্করণে অবশেষে জয়ের মুখ দেখল মুর্শিদাবাদ কিংস। বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রশ্মি এনইএস মেদিনীপুর উইজার্ডসকে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন (ডিএলএস) পদ্ধতিতে ২৮ রানে পরাজিত করে মরশুমের প্রথম জয় তুলে নেয় তারা। ব্যাট ও বল;দুই বিভাগেই দাপট দেখিয়ে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তৌফিক উদ্দিন মণ্ডল, যিনি ম্যাচের সেরার পুরস্কারও জিতে নেন।টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে থাকে মুর্শিদাবাদ কিংস। ওপেনার ঋষভ চৌধুরী দুরন্ত ব্যাটিং করে ৪৯ বলে ৭১ রান করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল একাধিক আকর্ষণীয় বাউন্ডারি ও ছক্কার মার। অন্যদিকে সক্ষম চৌধুরীও দায়িত্বশীল ব্যাটিং করে ৩৭ বলে ৫০ রান যোগ করেন। দু'জনের জুটিতে বড় স্কোরের ভিত গড়ে ওঠে।

শেষের দিকে তৌফিক উদ্দিন মণ্ডল মাত্র ১৭ বলে ৩৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের রানকে ২০০-র গণ্ডি পার করিয়ে দেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২০১ রান তোলে মুর্শিদাবাদ কিংস। মেদিনীপুরের বোলারদের মধ্যে দেবপ্রতিম হালদার দুটি উইকেট তুলে নিয়ে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। ২০২ রানের কঠিন লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় রশ্মি এনইএস মেদিনীপুর উইজার্ডস। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে তারা কখনও ম্যাচে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। প্রিয়াংশু গৌরব শ্রীবাস্তব ২২ বলে ৩২ রান করে কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করলেও অন্য ব্যাটাররা সেভাবে সঙ্গ দিতে পারেননি।

মুর্শিদাবাদের বোলাররা নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন। বিশেষ করে তৌফিক উদ্দিন মণ্ডল বল হাতেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ৩ উইকেট নেন ২৮ রান খরচায়। তাঁর আঘাতেই মেদিনীপুরের ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। ম্যাচের সেরা তৌফিক উদ্দিন মণ্ডলের কথায় তআজকের পারফরম্যান্সে আমি খুবই খুশি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE
Executive Engineer, Berhampore Division–I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No. - 10 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1 (One) location of Farakka Police Station under Jangipur Police District, 1 (One) location of Suti Police Station under Jangipur Police District and 1 (One) location of Salar Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026. The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division–I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents is 13/06/2026 upto 01.00 PM.
Last date and time of issuance of Quotation documents is 13/06/2026 upto 02.00 PM.
Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is 13/06/2026 upto 02.30 PM.
Opening of financial bid on 13/06/2026 at 03.00 PM.
Sd/-
Executive Engineer, Berhampore Division-I, P.W.Dte

NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT
NIT No.: FUL/514/16th CFC/2026
Date: 11.06.2026
Tender is invited through only from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal (www.wbtenders.gov.in).
Sd/- Prodhan
Fulsara Gram Panchayat
Bakchara, North 24 Parganas

NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT
NIT No.: FUL/513/16th CFC/2026
Date: 11.06.2026
Tender is invited through only from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal (www.wbtenders.gov.in).
Sd/- Prodhan
Fulsara Gram Panchayat
Bakchara, North 24 Parganas

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
টেলি- (৯১-০৩৩) ২৬৩৮-৩২১১-১৩, ফ্যাক্স- (৯১-০৩৩) ২৬৪১-২২১৪/৫৮৪৬/৫২১৮
অভিযোগ প্রতিকার- +৯১-৩৩-২৬৩৭০২০৯
মেমো নং 24/NULM/CPO/2026-27 ই.ও.আই.-এর সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি তারিখ- ১০/৬/২৬
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনারের পক্ষে সিপিও, এনইউএলএম, এইচএমসি-এর তরফ থেকে নির্ধারিত প্রো-ফর্মায় সিলমোহরযুক্ত আগ্রহপত্র আহ্বান করা হচ্ছে শুধুমাত্র এইচএমসি-এর DAY NULM বিভাগের নিবন্ধিত ALF/ CLF/SHG-দের কাছ থেকে, যাদের এইচএমসি-এর ১/১, কিষাণ লাল বর্মন রোড, হাওড়া-৭১১১০৭ (ওয়ার্ড ১) হাওড়া-এ অবস্থিত আরবান হোমলেস শেল্টার (এসইউএইচ) 'ফিরে পাওয়া' প্রেমিসেসে স্থাপিত মা ক্যান্টিন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের একই ধরনের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। উপরোক্ত মানদণ্ড পূরণকারী ইচ্ছুক সংস্থাগুলি বিস্তারিত তথ্যের জন্য এইচএমসি-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.myhmc.in দেখতে পারেন। সঠিকভাবে পূরণকৃত ই.ও.আই. গ্রহণ করার শেষ তারিখ ১০.০৮.২০২৬ বিকেল ৩.০০ টা পর্যন্ত।
২১ (১) ২৬-২৭ ১১.৬.২৬.
ডেপুটি কমিশনার এবং সিপিও এনইউএলএম
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার কবি সুভাষ ইয়ার্ড এবং কার শেড সহ মহানায়ক উত্তম কুমার (বাদে) থেকে কবি সুভাষ (সহ) স্টেশন পর্যন্ত কিমি ১৬/১৮ থেকে কিমি ২৫/১১ পর্যন্ত আপ এবং ডাউন উভয় লাইনের ট্র্যাক ও ট্র্যাক বেড রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জুন ২০২৮ পর্যন্ত জোনাল চুক্তি। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ₹ ৩,৫৮,৪১,৬০১.৫০, **বায়না মূল্য:** ₹ ৭,১৬,৮০০.০০, **কাজ সম্পন্ন করার মেয়াদ:** চব্বিশ (২৪) মাস, **বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়:** ০৭.০৭.২০২৬ তারিখ ১২:০০ টায়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/শুদ্ধিপত্র, যদি কিছু থাকে, তবে তা কেবল উক্ত ওয়েবসাইটেই প্রকাশ করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর: সিভিল-২৫৯২-২০২৬ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুণঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ (অকশন পরিচালন অফিসার) শিয়ালদহ ডিভিসনের মধ্যমগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে 'ডিজিটাল লাউঞ্জ/কো-ওয়ার্কিং স্পেস' গঠন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং : এমএসএস-ডিএল-সিডব্লুএস-জুন। অকশন শুরু :** ২৪.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। আরও তথ্যের জন্য সম্ভাব্য দরদাতারা অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখবেন। (SDAH-78/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE-KESD/ NIT-05/2025-26(2nd call)
Tender ID: 2026_WBPWD_5015367_1
Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Katwa Electrical Sub-Division, Katwa, Dist.: Purba Bardhaman, Pin-713130 from the eligible contractors for the following works : **Name of Work : Installation of Air Conditiner Machine in Kalna Sub-Divisional Court, Purba Bardhaman---- El Work at ACJM Court.** Bid submission start : 15.06.2026 at 11:00 A.M. Bid Submission end: 20.06.2026 upto 2:00 P.M. Bid opening Date : 22.06.2026 after 2:20 P.M. Details of eNIQ, BOQ & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Corrigendum, if any, will be published in Website only. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Katwa Electrical Sub-Division, Govt. of West Bengal.
ICA- T10022(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/RGKARESD/P.W.Dte. invites online e-tender for the work "Replacement of Old damaged Distribution Boards under the jurisdiction of R G Kar MCHES-I " e-N.I.Q No.: 26/Q of 26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5015350_1.Bid Submission Start: 12/06/2026. Bid Submission Closing: 22/06/2026 upto 4:00 PM. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte. R.G.Kar Electrical Sub-Division.
ICA- T10025(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-12/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014426_1) is hereby extended up to 1.00 P.M. on 22.06.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://wbtenders.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.
ICA- T10027(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE-II/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work "Enhancing Built environment accessibility for person with disabilities under Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) in Bio- Chemistry Building within the campus of Medical College & Hospital, Kolkata ---- ----- Electrical Installation Work---- Part (A) SITC of Lift." e-NIQ No. :- WBPWD/EE-II/KNHED/NIQ-79/2nd Call/2025-26. Tender Id :2026_WBPWD_5013958_1. Submission Closing Date extended from 11/06/2026 to 23/06/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/-U.Bala/EE-II/KNHED/PW Dte/Govt. of WB.
ICA- T10034(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to no bidder, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- **WBPWD/EE-WKED/NIT-07/2026-27**. Tender ID-2026_WBPWD_5014693_1 is hereby extended up to 20/06/2026 upto 1:00 P.M. Website: - tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T10043(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Bolpur Sub-Division, PWD invite online Tender, NIeT No.- 02/B of 2026-27 for the work:- Construction of main gate for safety security purposes and for entry of fire vehicles at Bolpur court in the district of Birbhum_2nd Call. Project ID: JD252646704S000. Bid submission start date (online) **11.06.2026 after 5:30 P.M.** Bid Submission end date (online) **20.06.2026 upto 2:00 P.M.** Tender ID :- 2026_WBPWD_5015379_1. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from **http://wbtender.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Bolpur Sub-Division, PWD.
ICA- T10046(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE-KESD/NIT-05/2025-26(2nd call) Tender ID: 2026_WBPWD_5015367_1. Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Katwa Electrical Sub-Division, Katwa, Dist.: Purba Bardhaman, Pin-713130 from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Installation of Air Conditiner Machine in Kalna Sub-Divisional Court, Purba Bardhaman----El Work at ACJM Court. Bid submission start: 15..06..2026 at 11.AM. Bid Submission end: 20.06.2026 up to 2:00 PMBid opening Date: 22.06.2026 after 2.20 PM Details of eNIQ, BOQ & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Corrigendum, if any, will be published in Website only. Sd/-Assistant Engineer, PWD Katwa Electrical Sub-Division.
ICA- T10049(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
ASSISTANT ENGINEER, PWDte, Bankura Electrical Division No-I invites online e-tender for the work of (1) "SITC of New Air Conditioning system and Repairing of Old AC Machine at Meeting hall of Karmashree Building, Circuit House in the district of Bankura." NIQ No: WBPWDTE/AE/BESD-I/e-NIQ 01 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015366_1. Bid Submission End Date: 23-Jun-2026 12:30 PM. Corrigendum if any will be published in website. only Details of NIT/NIQ and Tender documents may be downloaded From http://wbtenders.gov.in Sd/-AE/BESD-I, PWD,.
ICA- T10020(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
On-line Tender is being invited by E.E, Birbhum Electrical Division, PWD, for – " Electrical work for Out door Lights at Office Compound of Birbhum Division, P.W.D and the adjacent P.W.D inspection Bunglow campus under Birbhum Division, P.W.D, Suri, Birbhum." Tender No: BIRED/01/e-NIT of 2026-27 Tender ID:-2026_WBPWD_5015361_1. Bid submission closing Date- 22.06.2026 up to 11.55 am, For more information Visit https://tenders.wb.gov.in Sd/- A. Das. Executive Engineer, PWD Birbhum Electrical Division.
ICA- T10057(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Amta Hwy Sub-Div, P.W.(R).D invites online tenders for three different works per work schedule vide-WB/PWRD/AE/AHSD/NIT02/2026-27. TenderID:2026_WBPWD_5015404_1/2 /3. Bid Submission Start Date (Online): 13.06.2026 from11.15Hrs. Bid Submission Last Date (Online): 22.06.2026 up to 13.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/-AE/ AMTAHSD/PWRD.
ICA- T10063(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work "Replacement of Old HT Gear (630A) at Trauma Substation at R.G.Kar M.C&H," e-NIT No. :- WBPWD/EE/KNHED/NIQ-09/2026-27 Tender Id :- 2026_WBPWD_5014548_1. Bid Submission Closing Date extended from 05/06/2026 to 17/06/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/-S. Chakraborty/EE/KNHED/PW Dte.
ICA- T10067(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) Annual Maintenance and repair of Electrical Installation of State Health Transport Organization Building ------ Annual Comprehensive servicing and preventive maintenance of Split and Cassette AC Machine vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-14/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015431_1 Bid submission end date (online) for the job is 25/06/2026 upto 14.00 P.M. Detail information /download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/-Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division P.W.Dte.
ICA- T10071(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT No.: 27/ City (E) of 2026–27 of The Executive Engineer–I, City Division, PWD. For 2 (Two) nos. civil work at W.B.L.A., Kolkata-700001 are invited from bonafied agencies having credential for similar urgent nature of works. Bid submission closing date (online) will be on 22.06.2026 at 14.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5015403_1/2. Other details may be seen from the web site: http://tenders.wb.gov.in & http://wbpwd.in Sd/-Executive Engineer-I, City Division, P.W.D.
ICA- T10073(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Nadia Construction Division, P.W.Dte invites online e-Tender for the works of : 1st Corrigendum Notice to e-N.I.T- 27 (2nd call) of 2025-26 of the Executive Engineer, Nadia Construction Division, P.W.Dte. vide T.O. Memo No. 1323 dt. 21.05.2026. As the number of participating bidder is less than 03 (three), hence the dates are hereby extended vide order no. 3661-F(Y) dt. 07.06.2018 of the Additional Chief Secretary to the Govt. of West Bengal, Finance Department, Audit Branch. Tender ID: 2026_WBPWD_5014321_1, 2026_WBPWD_5014321_2.Bid submission closing (online) : 17.06.2026 up to 11.00 A.M. Date of opening of Technical Proposals : 19.06.2026 at 11.00 A.M. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender Documents may be download form https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Nadia Construction Division, P.W.Dte.
ICA- T10060(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

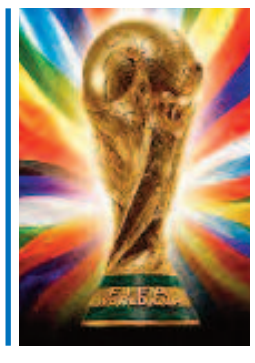

বন্দে মাতরম ও সমকালীন নারীজাগরণ

দেড়শো বছর আগে রচিত ‘বন্দে মাতরম’ শুধুমাত্র একটি কালজয়ী গান ছিল না, পরাধীন ভারতের বক্ষপটে তা ছিল এক অগ্নিগর্ভ বৈপ্লবিক মন্ত্র। এই মন্ত্র নারীশক্তির জাগরণ এবং পিতৃতন্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ সমাজের দ্বন্দ্বে মোড়া এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। অন্দরমহলের ঘেরাটোপে বন্দি নারী কী ভাবে রাজপথের লড়াকু সৈনিকে পরিণত হলেন, এবং দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত সেই নারীসমাজ কি সত্যিই ব্যক্তিস্বাধীনতা পেয়েছিল; সার্ধশতবর্ষ পেরিয়ে সেই ইতিহাসের এক মননশীল পুনর্মূল্যায়ন আজ একান্ত অপরিহার্য।

অনিন্দ্য কিশোর

মাতৃরূপী দেশ ও নারীত্বের আদর্শ

১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে বন্দে মাতরম স্তোত্রটির অন্তর্ভুক্তি (রচনাকাল ১৮৭৫) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে নিয়ে আসে এক যুগান্তকারী মোড়। বঙ্কিমচন্দ্র নিছক ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে এক পরমাদর্শময়ী জীবন্ত মাতৃরূপে মূর্ত করেন; যিনি একাধারে ধরণী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। পরবর্তীকালে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ একে ব্যাখ্যা করেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে নয়, বরং আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের এক অমোঘ মন্ত্র হিসেবে। দেশমাতৃকার এই দেবত্ব আরোপ বাঙালি নারীসমাজের মনন গঠনে ফেলেছিল সুগভীর প্রভাব।

ঐতিহাসিক তানিকা সরকারের গবেষণা অনুধাবন করলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের এই রূপক তৎকালীন হিন্দু রক্ষণশীল কাঠামোর অভ্যন্তরে থেকেও নারীকে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক ও নৈতিক কর্তৃত্বের আসনে বসিয়েছিল। আদর্শ নারীত্বের সংজ্ঞা শুধুমাত্র গার্হস্থ্য গণ্ডি পেরিয়ে দেশমাতার চরণে আত্মনিবেদনের অর্জন করে এক গৌরবময় উচ্চতা।

স্বদেশি আন্দোলন ও অন্দরমহল থেকে নারীর আত্মপ্রকাশ

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বন্দে মাতরম ধ্বনি এক জাদুকরী মন্ত্রের কাজ করেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ‘অরন্ধন’ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাখিবন্ধন’ উৎসবের উন্মাদনায় হাজার হাজার নারী চারদেয়াল ডিঙিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে নেমে আসেন। লীলাবতী মিত্র বা ভগিনী নিবেদিতার প্রবল অনুপ্রেরণায় তাঁরা বিদেশি পণ্য বর্জনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেন। নিজেদের আজীবনের সঞ্চিত স্বর্ণালঙ্কার ত্যাগ করে তাঁরা বন্দে মাতরম জাতীয় তহবিলে দু’টি হাত উজাড় করে দান করেছিলেন। সরলা দেবী চৌধুরানির ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ (১৯০৩) দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে দেখায় নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার এক নতুন পথ। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, নারীসমাজ তাঁদের সনাতন সামাজিক জড়তা কাটিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক সত্তায় উন্নীত হয়েছিল।

বিপ্লবী নারী, গীতা এবং বন্দে মাতরম

বিশ শতকের প্রথমার্ধে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে বন্দে মাতরম মন্ত্র এবং শ্রীমদভগবদ্গীতা নারীর আত্মিক উত্তরণের প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে। গীতার নিষ্কাম কর্মের দর্শন ও বন্দে মাতরম-এর নিঃশর্ত দেশভক্তি নারীদের মৃত্যুভয় জয় করতে শেখায়। ব্রিটিশের চোখে যাঁরা ছিলেন অবলা, তাঁরাই হয়ে ওঠেন মহাশক্তির জীবন্ত প্রতীক। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাবে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের অকুতোভয় আত্মাহুতি কিংবা ১৯৩১ সালে কুমিল্লার জেলাশাসক স্টিভেন্সকে হত্যার পর কিশোরী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর মুখে উচ্চারিত বন্দে মাতরম ধ্বনি সঠিক ভাবে প্রমাণ করেছিল যে, সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর অসামান্য অবদান যে কোনও অংশে পুরুষ বিপ্লবীদের চেয়ে কম নয়।

সরলা দেবী চৌধুরানি ও নারীসমাজের সঙ্ঘবদ্ধতা

নারীসমাজকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় সঙ্ঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সরলা দেবী চৌধুরানির ঐতিহাসিক ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ১৯০৩ সালে তাঁর প্রবর্তিত বীরাষ্টমী ব্রত, প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্য উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীর শারীরিক সক্ষমতা এবং মানসিক দৃঢ়তার সার্বিক বিকাশ। ১৯১০ সালে তাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় নারী সংগঠন ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’ অন্দরমহলের নারীকে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করার পথ প্রশস্ত করে। দীর্ঘকাল ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তিনি যে জাতীয়তাবাদের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছিলেন, তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে যে, জাতীয় জাগরণে মহিলারা শুধুমাত্র নীরব দর্শক নন, বরং তাঁরা সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদানেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

চরকা, বয়কট এবং নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ

স্বদেশি আন্দোলনে বিদেশি পণ্য বর্জনের ঐতিহাসিক ডাকে মহিলারা বিলেতি কাপড়, চুড়ি ও প্রাত্যহিক সামগ্রী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বয়কট করেন। এই অর্থনৈতিক বয়কটে তাঁদের আত্মত্যাগ ছিল অপরিসীম। ১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী ঊর্মিলা দেবী যখন কলকাতার রাজপথে খদ্দর বিক্রি করতে গিয়ে কারাবরণ করেন, তখন তা সারা দেশের নারীর কাছে স্থাপন করে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। চরকা কাটা ও খাদি শিল্পের প্রসারে নারীর এক বিশাল অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। এই অর্থনৈতিক স্বাধিকার তাঁদের পারিবারিক গণ্ডির বাইরে এক বৃহত্তর জাতীয় অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছিল, যা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়।

পিতৃতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ বনাম নারীর স্বাধিকার

জাতীয়তাবাদী আদর্শে দেশমাতৃকার ধারণা প্রবল আবেগ তৈরি করলেও, পিতৃতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ বনাম নারীর স্বাধিকারের তাত্ত্বিক বিষয়টি সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা তানিকা সরকারের মতো পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন, মাতৃত্বের এই আদর্শ অনেক সময় নারীকে এক অদৃশ্য পিতৃতান্ত্রিক শৃঙ্খলেই বেঁধে রেখেছিল। এই কাঠামোয় নারী ছিলেন কেবল আরাধনার দেবী, স্বাধীন মানবী নন। স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করলেও, সম্পত্তির অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ বা উচ্চশিক্ষার মতো মৌলিক স্বাধিকার থেকে তাঁরা অনেকাংশেই বঞ্চিতই ছিলেন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার ছাড়া তাঁদের ব্যক্তিসত্তার পূর্ণাঙ্গ জাগরণ অথবা সামাজিক সমতা অর্জনের কণ্টকাকীর্ণ পথটি কার্যত অধরাই থেকে যায়।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং প্রান্তিক নারীর অবস্থান

বন্দে মাতরম স্তোত্রে দেশমাতৃকাকে হিন্দু দেবদেবীর আদলে মূর্ত করায়, ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে, অবিভক্ত বাংলার মুসলিম সমাজ এই জাতীয়তাবাদী মূলধারা থেকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে দূরে সরে যায়। বেগম রোকেয়া বা খয়রুন্নেসা খাতুনের মতো প্রগতিশীল চিন্তাবিদরা যখন মুসলিম নারীশিক্ষায় ব্রতী, তখন এই ধর্মীয় আবেশ তাঁদের বৃহত্তর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে দেয়।

তা ছাড়া, হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরেও তফসিলি সম্প্রদায়, কৃষক নারী বা চা-বাগানের শ্রমিকদের মতো প্রান্তিক নারীর দৈনন্দিন সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার কথা এই অভিজাত জাতীয়তাবাদী আখ্যানে উপেক্ষিত থেকেছে। ফলে সমাজের সমস্ত স্তরের নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে পারেনি।

সমকালীন নারীসমাজে বন্দে মাতরম-এর প্রাসঙ্গিকতা

সার্ধশতবর্ষ পর আজও যখন মহিলারা সমাজের নানা ক্ষেত্রে; তা সে কর্পোরেট জগৎ হোক বা সরকারি কোনও দফতর; নিজেদের অসামান্য দক্ষতার প্রমাণ রাখছেন, তখন দেশমাতৃকার সেই শাশ্বত রূপ তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তিরই প্রতীক হয়ে ওঠে। তবে, আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর নির্মোহ পুনর্মূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন। আজকের নারীসমাজ শুধুমাত্র দেবীর সম্মান নয়, চান সংবিধান-স্বীকৃত সমানাধিকারের বাস্তব প্রয়োগ। নারীকে দেবী হিসেবে মহিমান্বিত করার চিরাচরিত প্রবণতা যেন দৈনন্দিন নারী নির্যাতনের রূঢ় বাস্তবকে আড়াল না করে।

পরিশেষে বলা যায়, একুশ শতকের নারীমুক্তির যাত্রাপথে এই কালজয়ী মন্ত্রকে পিতৃতান্ত্রিক মোড়কমুক্ত করে এক সর্বজনীন সাম্যের আলোকে বিচার করাই বর্তমান সময়ের অমোঘ দাবি।

স্বপ্নের সূচনা! ঘরের মাঠে জিতে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু মেক্সিকোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপের স্মৃতি আজও ফুটবলপ্রেমীদের মনে উজ্জ্বল। মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক আজটেকা স্টেডিয়াম একসময় সাক্ষী ছিল দিয়েগো মারাদোনার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের। প্রায় চার দশক পর সেই একই মাঠে শুরু হল ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের যাত্রা। আর উদ্বোধনী ম্যাচেই নিজেদের সমর্থকদের আনন্দে ভাসাল স্বাগতিক মেক্সিকো।

গ্যালারিভর্তি দর্শকদের উচ্ছ্বাসের মাঝে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে মেক্সিকো। বলের দখল এবং আক্রমণের তীব্রতায় তারা প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার উপর স্পষ্ট আধিপত্য বিস্তার করে। সেই দাপটের ফলও আসে খুব দ্রুত। ম্যাচের মাত্র নবম মিনিটে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা।

দক্ষিণ আফ্রিকার গোলরক্ষক রনওয়েন উইলিয়ামস রক্ষণভাগে একটি পাস দিতে গিয়ে ভুল করেন। সুযোগ বুঝে বল কেড়ে নেন মেক্সিকোর মিডফিল্ডার এরিক লিরা। তিনি দ্রুত বল বাড়িয়ে দেন জুলিয়ান কুইনোনেসের কাছে। বক্সের সামনে সুযোগ পেয়েই শট নেন মেক্সিকোর এই ফরোয়ার্ড। বল গোলরক্ষকের পায়ের ফাঁক গলে জালে জড়িয়ে যায়। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন জুলিয়ান।

গোলের পর আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে মেক্সিকো। একের পর এক আক্রমণে দক্ষিণ আফ্রিকার রক্ষণকে চাপে রাখে তারা। প্রথমার্ধেই ব্যবধান বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল। জুলিয়ানের দুরন্ত শট পোস্টে লেগে ফিরে না এলে হয়তো বিরতির আগেই দুই গোলে এগিয়ে যেত স্বাগতিকরা। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার ভাগ্য সেদিন সেই মুহূর্তে তাদের পক্ষে ছিল।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের চেয়ে বেশি আলোচনায় উঠে আসে মাঠের উত্তেজনা এবং রেফারির সিদ্ধান্ত। ব্রাজিলের রেফারি উইলটন পেরেইরা একের পর এক কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ম্যাচকে অন্য মাত্রা দেন। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই তিনি তিনজন ফুটবলারকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান।

প্রথম লাল কার্ডটি আসে ঊনপঞ্চাশতম মিনিটে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইয়াইয়া সিটহোলে প্রতিপক্ষকে বিপজ্জনক ট্যাকল করলে রেফারি তাঁকে মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দেন। একজন কম নিয়ে খেলতে বাধ্য হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে যায় ম্যাচের শেষভাগে। বিরাশি মিনিটে ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন দক্ষিণ আফ্রিকার তেম্বা জওয়ানে। প্রথমে হলুদ কার্ড দেখানো হলেও পরে ভিডিও সহায়তায় সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে তাঁকে লাল কার্ড দেখান রেফারি।

শেষ দিকে লাল কার্ড দেখেন মেক্সিকোর ডিফেন্ডার সিজার মন্টেসও। বক্সের সামনে প্রতিপক্ষকে ফাউল করার শাস্তি হিসেবে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। এর পাশাপাশি আরও কয়েকজন ফুটবলার হলুদ কার্ড দেখেন। ফলে ম্যাচজুড়ে উত্তেজনা, বিতর্ক এবং সংঘর্ষের আবহ তৈরি হয়।

তবে সব বিতর্কের মাঝেও শেষ পর্যন্ত হাসি ফুটল মেক্সিকোর মুখে। নিজেদের মাঠে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল তারা। ঐতিহাসিক আজটেকা স্টেডিয়ামে দর্শকদের উল্লাস, দ্রুত গোল, লাল কার্ডের নাটক এবং উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই;সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের সূচনা হল জমজমাট আবহেই। ফুটবলের মহাযজ্ঞের প্রথম দিনেই বিশ্ববাসী পেয়ে গেল রোমাঞ্চের পূর্ণ স্বাদ।

পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন, জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু দ. কোরিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচেই ফুটবলপ্রেমীরা উপহার পেলেন দারুণ এক লড়াই। মেক্সিকোর মাঠে মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র। শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে পড়েও অসাধারণ প্রত্যাবর্তন করে ২-১ গোলে জয় তুলে নেয় দক্ষিণ কোরিয়া। ম্যাচে মোট তিনটি গোল হলেও তার চেয়েও বেশি ছিল উত্তেজনা, আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ এবং অসংখ্য গোলের সুযোগ। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলের লড়াই ম্যাচটিকে অন্য মাত্রা দেয়।

ম্যাচের শুরু থেকেই দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে চেক রক্ষণকে চাপে রাখে। নবম মিনিটেই তারা একটি বিপজ্জনক ফ্রি-কিক পায়। এরপর কর্নার এবং দূরপাল্লার শট থেকে একের পর এক সুযোগ তৈরি হতে থাকে। মাঝমাঠে দারুণ নিয়ন্ত্রণ রেখে কোরিয়ার ফুটবলাররা প্রতিপক্ষের অর্ধে নিয়মিত আক্রমণ শানাতে থাকেন। বলের দখল, পাসের গতি এবং আক্রমণের ধার;সব ক্ষেত্রেই তারা এগিয়ে ছিল।

প্রথম কুড়ি মিনিট কার্যত দক্ষিণ কোরিয়ার একচেটিয়া দাপটেই কাটে। তবে ধীরে ধীরে নিজেদের ছন্দ খুঁজে পায় চেক প্রজাতন্ত্র। রক্ষণ সামলে পাল্টা আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করে তারা। কয়েকটি সুযোগও তৈরি হয়, যা কোরিয়ার রক্ষণকে সতর্ক করে দেয়। তবু দুই দলের কেউই প্রথমার্ধে গোলের মুখ খুলতে পারেনি। ফলে গোলশূন্য অবস্থাতেই বিরতিতে যায় দুই দল।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি আরও বেড়ে যায়। দক্ষিণ কোরিয়া শুরু থেকেই গোলের খোঁজে মরিয়া হয়ে ওঠে। একের পর এক আক্রমণ তৈরি হলেও শেষ মুহূর্তে গোল করতে না পারায় হতাশা বাড়তে থাকে তাদের মধ্যে। ঠিক সেই সময়েই আসে বড় ধাক্কা। ম্যাচের ঊনষাটতম মিনিটে চেক প্রজাতন্ত্র এগিয়ে যায়। একটি চমৎকার থ্রো-ইন থেকে বক্সের মধ্যে বল পেয়ে নিখুঁত হেডে জালে পাঠান লাদিস্লাভ ক্রেজচি। হঠাৎ করেই ম্যাচের গতিপথ বদলে যায়।

তবে এই গোল দক্ষিণ কোরিয়াকে ভেঙে দেয়নি। বরং আরও আগ্রাসী করে তোলে। গোল শোধ করার লক্ষ্যে তারা আরও দ্রুত গতিতে আক্রমণ শুরু করে। চেক রক্ষণকে কার্যত নিজেদের বক্সে আটকে ফেলে কোরিয়ানরা। অবশেষে তাদের সেই চাপ ফল দেয়। সাতষট্টিতম মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ থেকে সমতা ফেরায় দক্ষিণ কোরিয়া। গোলরক্ষকের নাগালের বাইরে বল জালে জড়িয়ে পড়তেই গ্যালারিতে উল্লাসের ঢেউ ওঠে।

সমতা ফেরানোর পরও থেমে থাকেনি দক্ষিণ কোরিয়া। জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। ম্যাচ যত শেষের দিকে এগোতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে উত্তেজনা। অবশেষে আশি মিনিটে আসে কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। দ্রুতগতির এক আক্রমণ থেকে হাইঅন দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়িয়ে দেন। সেই গোলেই এগিয়ে যায় দক্ষিণ কোরিয়া।

বাকি সময়ে চেক প্রজাতন্ত্র সমতা ফেরানোর চেষ্টা করলেও কোরিয়ার রক্ষণ আর কোনো সুযোগ দেয়নি। শেষ বাঁশি বাজতেই আনন্দে ফেটে পড়েন কোরিয়ান ফুটবলাররা। অনেকের চোখে দেখা যায় আবেগের অশ্রু। বিশ্বকাপের মঞ্চে লড়াই করে ফিরে আসার এই জয় শুধু তিন পয়েন্টই এনে দেয়নি, বরং দক্ষিণ কোরিয়ার আত্মবিশ্বাসকেও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বকাপের শুরুতেই তারা বুঝিয়ে দিল, তাদের হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই।